বাঙ্গালীর সার্কাস

শ্রীঅবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু

পাবলিসিটি ষ্টুডিও
৩৬৭ নং অপাব চিৎপুর বোড
কলিকাতা

মূল্য ১।০

প্রকাশক
শ্রীভুজঙ্গশেখর সিংহ
পাবলিসিটি ষ্টুডিও
৩৬৭, অপার চিৎপুর রোড
কলিকাতা

প্রাপ্তিস্থান
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা

প্রিন্টার
শ্রীরথীন্দ্রকৃষ্ণ বসু
পাবলিসিটি ষ্টুডিও প্রেস
৩৬৭, অপার চিৎপুর রোড
কলিকাতা

বাঙ্গালার নব্য ব্যায়ামশালার

অন্যতম শিক্ষক ও

সংগঠনকর্ত্তা,

বাঙ্গালীর সার্কাসের

প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা

স্বর্গীয়

প্রিয়নাথ বসু

মহাশয়ের

উদ্দেশে

'বাঙ্গালীর সার্কাস'

উৎসর্গীকৃত হইল।

নিবেদন

বাঙ্গালীর প্রতিভা বহুমুখী। ব্যায়ামকৌশল ও বল-বিক্রমের পরিচায়ক লোকরঞ্জন অনুষ্ঠানও তাহার একটা দিক। আমাদের দীর্ঘকালের জাতীয় অপবাদ যে আমরা কোন বিষয়ের ইতিহাস রক্ষা করি না। দেশের কাজে লাগিতে পারে ভাবিয়া আমি বাঙ্গালীর উল্লিখিত বিশেষ কর্ম্মধারার এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম — জানি না ইহা দেশের লোকের কতদূর সমাদর লাভে সমর্থ হইবে।

এই পুস্তকের অনেক আবশ্যক উপকরণ যাঁহাদের নিকট পাইয়াছি এবং ইহাতে প্রকাশিত কয়খানি দুষ্প্রাপ্য ফটো যাঁহাদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি, তাঁহাদের প্রত্যেককে আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রবীন সাহিত্যসেবী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় একান্ত যত্নের সহিত এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আদ্যন্ত দেখিয়া দিয়া ও ইহার জন্য একটি সুচিন্তিত ভূমিকা রচনা করিয়া দিয়া আমার অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই অবসরে তাঁহাকেও আমার ধন্যবাদ নিবেদন করিতেছি। ইতি

কলিকাতা
১লা শ্রাবণ, ১৩৪৩

বিনীত
শ্রীঅবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু।

ভূমিকা

মানুষের পক্ষে যেমন—জাতির পক্ষেও তেমনই সকল বৃত্তির সমভাবে স্ফুরণই বাঞ্ছনীয় (Harmonious development of all the faculties)। শরীর-চর্চ্চার ফলে শারীরিক বলবৃদ্ধিও মানুষের পক্ষে প্রয়োজন এবং জীবন-সংগ্রামে তাহাব সহায়। বাঙ্গালী কখন বাহুবলবিহীন, উদ্যমশূন্য, কাপুরুষ ছিল না। কালিদাস রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, নদীবহুল বাঙ্গালার নৃপতিরা নৌবহর লইয়া রঘুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধি এই যে, বাঙ্গালার রাজপুত্র বিজয় বাঙ্গালী নাবিকচালিত নৌকায় সমুদ্র অতিক্রম করিয়া যাইয়া সিংহল বিজয় করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী যবদ্বীপের দিকে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল এবং তাম্রলিপ্তির বন্দর হইতে বাঙ্গালীদিগের সমুদ্রযাত্রার কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। বাঙ্গালার বিজয়বাহিনী হিন্দুভারতের রাজধানী বারাণসীতে, গঙ্গাযমুনার সঙ্গমক্ষেত্র প্রয়াগে এবং উড়িষ্যার নীলাম্বুকূলে বিজয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। বাঙ্গালীই বাঙ্গালাকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছে এবং অন্যান্য প্রদেশ জয় করিয়াছে।

ইংরাজের আমলের প্রথম ভাগেও বাঙ্গালীর বাহুবলের পরিচয় পাওয়া যায়। যে লর্ড মিণ্টো বঙ্গবিভাগের সময় বড়লাট

ছিলেন, তাঁহার পিতামহ বাঙ্গালীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—
"I never saw so handsome a race. They are much superior to the Madras people......Those were slender. These are muscular, athletic figures, perfectly shaped......"

শত বর্ষের কিছু অধিক কাল পূর্ব্বে মিঃ হেবর তাঁহার Journalএ লিখিয়াছিলেন :—"I have * * understood from many quarters, that the Bengalees are regarded as the greatest cowards in India ; and that partly owing to this reputation, and partly to their inferior size, the Sepoy regiments are always recruited from Behar and the upper provinces. Yet that little army with which Clive did such wonders, was chiefly raised from Bengal. So much are all men the creatures of circumstances and training."

হেবরের এই উক্তিতে বাঙ্গালীর পূর্ব্বকথা ও তৎকাল-প্রচলিত অপবাদ উভয়েরই উল্লেখ দেখা যায়। তখনই বাঙ্গালীর মনীষার খ্যাতি তাহার শারীরিক শক্তির খ্যাতিকে পরাভূত ও বিস্মৃত করিয়াছে। এক দিকে দেশে শান্তি স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষার ফলে চাকুরীতে সহজে প্রবেশ লাভের সুবিধা, আর এক দিকে শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির উর্ব্বরতা—এই দুই কারণে বাঙ্গালী বাহুবল-চর্চ্চা ত্যাগ করিয়াছিল ও ক্রমশঃ শ্রমবিমুখ, আরামপ্রিয় ও গৃহসুখী হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারই ফলে

যেখানে উদ্যম ও অধ্যবসায়ের বিশেষ শারীরিক শ্রমের প্রয়োজন, যাহাতে সাহস ও বিক্রমের পরিচয়, তাহাতে বাঙ্গালী পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িয়াছিল। সাহিত্যবিজ্ঞানে বাঙ্গালার অনেক মনীষী বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রদান করিলেও শিল্প, ব্যবসাবাণিজ্য কিম্বা কোন প্রকার সাহস ও শক্তির কাজ যেন সাধারণ বাঙ্গালীর প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির বহির্ভূত হইয়াছিল। সে কেবল সেই অঋণী ও অপ্রবাসী হইয়া স্ত্রীপুত্রপরিবার পরিবেষ্টিত থাকিয়া চাকুরী বজায় রাখিতে পারিলেই সুখী হইত! এই দুঃখেই রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

"পুণ্যপাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে!
হে স্নেহার্ত্ত বঙ্গভূমি, তব গৃহক্রোড়ে
চিরশিশু ক'রে আর রাখিও না ধ'রে!
দেশ দেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।
পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিও না ভাল ছেলে ক'রে।
প্রাণ দিয়ে, দুঃখ স'য়ে, আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভালোমন্দ সাথে।
শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধ'রে
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া ক'রে।
সাত কোটী সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙ্গালী ক'রে, মানুষ করনি!"

বাঙ্গালীর এই নিশ্চেষ্ট এবং অসহায় অবস্থার মধ্যে যে সব বাঙ্গালী গতানুগতিকবৃত্তি বর্জ্জন করিয়া নূতন পথে প্রতিভা-বিকাশের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রিয়নাথ বসু মহাশয় দেশের লোককে ব্যায়ামশিক্ষায় অনুপ্রাণিত করিয়া এবং বাঙ্গালীর সার্কাস গঠিত করিয়া দেশবিদেশে বাঙ্গালীর খ্যাতি প্রচার করিয়াছিলেন। ইনি যে নূতন পথে আপনার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার স্বজাতির গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইনি সার্কাসে সাফল্যের দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালী যেমন জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোক ভারতের সর্ব্বত্র বিস্তার করিয়া ভারতবাসীর পথিপ্রদর্শকের কাজ করিয়াছে, তেমনই ব্যায়ামকৌশল ও সাহসের পরিচয়েও এই বাঙ্গালী অন্যান্য প্রদেশের পুরোবর্ত্তী এবং অনেক স্থলে বিদেশীয়দিগেরও পূর্ব্বগামী।

এই পুস্তকে বাঙ্গালীর সার্কাসের সৃষ্টি, স্থিতি ও লোপ এবং তাহার গৌরব-বিবরণ গ্রন্থকার কর্ত্তৃক হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। আশা করি, স্বজাতির গৌরবাভিমানী বাঙ্গালী মাত্রেরই নিকট ইহা আদৃত হইবে।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

বাঙ্গালীর সার্কাস

বিষয় সূচি

চিত্র সূচি

বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক্, সত্য হউক্,
সত্য হউক্, হে ভগবান্ !

—রবীন্দ্রনাথ

বাঙ্গালীর সার্কাস

'হিন্দুমেলা' ও তাহার প্রভাব

বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগ 'হিন্দুমেলা' নামক বিরাট জাতীয় অনুষ্ঠানের এবং 'জাতীয় সভার' অভ্যুদয়কাল। তখন বাঙ্গালা দেশ জাতীয় ভাবের প্রবল আন্দোলনে উদ্বেলিত। স্বর্গীয় নবগোপাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মনোমোহন বসু প্রভৃতি এই মেলার ও 'জাতীয় সভার' উৎসাহী ও উদ্যোগী কর্ম্মী ছিলেন। যদি কখনও ভারতের দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তা-বিকাশের সম্পূর্ণ ইতিহাস রচিত হয়, তাহা হইলে এই 'হিন্দুমেলা' ও ইহার উদ্যোগিগণের কথা তাহাতে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। উপস্থিত ইহা ইতিহাসের এক বিস্মৃত অধ্যায়ে পরিণত। এই 'হিন্দুমেলার' জন্যই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জয় ভারতের জয়' স্বদেশী গান ও কবিবর মনোমোহন বসুর অমর সঙ্গীত 'দিনের দিন সবে দীন হ'য়ে পরাধীন' রচিত ও তথায় তাহা প্রথম গীত হয়। মনোমোহনের এই গানে ভারতের অসহায়

অবস্থা মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় বর্ণিত আছে; চরকার পুনঃপ্রবর্ত্তন-প্রয়োজনের ইঙ্গিত এই বাঙ্গালীর গানে প্রথম প্রদত্ত হইয়াছিল এবং স্বাবলম্বন ভিন্ন যে জাতির উত্থানের অন্য উপায় নাই এই সঙ্গীতে সেই কথা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়। এক কথায় এই মেলাক্ষেত্রে সঙ্গীতে, বক্তৃতায় ও প্রদর্শনী সাহায্যে যে দেশাত্মবোধের ভাব প্রথম অঙ্কুরিত হয়, তাহাই কালক্রমে কংগ্রেসরূপ মহা-মহীরুহের আকার ধারণ করিয়া আজ সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। আমাদিগের দেশের যত কিছু সদনুষ্ঠানের মূল খুঁজিতে যাইলে এই মেলায় যাইয়া পৌছিতে হয়। বাঙ্গালীর সার্কাসের গোড়ার কথা বলিতে গেলেও এই মেলার কথা বলিতে হয়। এই মেলারই প্রভাবে এবং এই মেলারই সম্পাদক নবগোপাল মিত্রের উৎসাহ ও চেষ্টায় তখন দেশে—প্রধানতঃ এই কলিকাতা মহানগরীতে—ব্যায়ামশালা প্রতিষ্ঠার ও ব্যায়ামচর্চ্চার সাড়া পড়িয়া যায়।

"যদিও সে সময়ে অল্পসংখ্যক বাঙ্গালী কুস্তি নামক ব্যায়ামে মনোযোগী থাকিতেন, কিন্তু সে কুস্তিগীরদিগের কার্য্যতৎপরতা থাকিত না। ইহা দেখিয়া উক্ত নবগোপাল বাবু ও মনোমোহন বাবুর উদ্যোগে উক্ত জাতীয় সভার অধীনে একটি রীতিমত ব্যায়াম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাতে এক জন বেতনভোগী ইংরাজ বালকগণকে Gymnastic শিক্ষা দিতেন। এই বিদ্যালয় হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ঘোষ হুগলীকলেজের

কবিবর মনোমোহন বসু

Gymnastic শিক্ষক, শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র চন্দ্র স্থানীয় Gymnastic আখড়ার অধ্যক্ষ এবং ৺দীননাথ ঘোষ পরে জাতীয় সভার বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইয়াছিলেন; তৎপরে জাতীয় বিদ্যালয় হইতে অসাধারণ বলশালী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (দেশপূজ্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহোদর) সাধারণের বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সিংহ এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সিংহ বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃদ্বয় যথাক্রমে হিন্দু ও হেয়ার স্কুলের Gymnastic শিক্ষকরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন।" *

এই ব্যায়ামচর্চ্চা হইতেই বাঙ্গালীর সার্কাস গঠনপ্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়। প্রিয়নাথ বসুর প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত 'প্রোফেসর বোসের সার্কাসও' উপরোক্ত 'হিন্দুমেলা' ও 'জাতীয় সভার' প্রভাবের ফলস্বরূপ বলা যাইতে পারে। "কতকগুলা মড়াখেকো ঘোড়া লইয়া নবগোপাল বাবুই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী সার্কাসের সূত্রপাত করেন। আজ যে Bose's Circusএর কৃতিত্ব ও নানা প্রশংসাবাণী শুনা যায় তাহা নবগোপাল বাবুর অনুষ্ঠিত সেই বাঙ্গালী সার্কাসের চরম ক্রমোন্নতি বলিতে হইবে।"—('জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি')

* বাণীনাথ নন্দী ('জন্মভূমি,' ১৩১৯

ব্যায়ামশালা গঠন

নবগোপাল মিত্রের ব্যায়ামশালা গঠনের পরে শ্রীযুক্ত গৌরমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্যায়ামশালা গঠনের ও ব্যায়ামচর্চ্চা প্রচারের চেষ্টার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার আহিরীটোলা অঞ্চলে গৌর-বাবুর জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রাজবল্লভ মুখোপাধ্যায়। গৌরবাবুর মাতা এক জন বিদুষী মহিলা ছিলেন এবং বিখ্যাত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী ছিলেন গৌরবাবুর মাতুল।

বাল্যকালে গৌরবাবু পাড়ার ছেলেদের জুটাইয়া তীর-ধনুক, লাঠি প্রভৃতি লইয়া 'যুদ্ধ-বিগ্রহ' ইত্যাদি খেলিতে ভাল বাসিতেন; কখনও বা তাঁহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া 'রাম-রাবণের যুদ্ধ' খেলিতেন। গৌরবাবু ও তাঁহার সঙ্গিগণের হাতে পাড়ার মাতাল প্রভৃতি কোনও দুষ্কৃতকারীর লাঞ্ছনার সীমা থাকিত না। ছেলে বেলা হইতেই তিনি সন্তরণপটু ছিলেন; উপনয়নের পর 'দণ্ডী' ভাসাইতে গিয়া তিনি প্রথম গঙ্গা পার হইয়া যান। গঙ্গায় স্নান

করিতে যাইয়া তিনি নৌকা ডিঙ্গাইয়া জলে ঝাঁপ দিতে ভাল বাসিতেন। ক্রমশঃ তিনি তিন খানি নৌকা অনায়াসে ডিঙ্গাইয়া যাইতে পারিতেন। এক বার ঐরূপে চারখানি নৌকা ডিঙ্গাইতে যাইয়া তিনি তিনখানি নৌকা সহজে পার হইবার পর চতুর্থ নৌকাখানি ডিঙ্গাইতে অসমর্থ হইয়া শেষে দুই হাতে তাহার মাস্তুল জাপ্‌টাইয়া ধরিয়া ঝুলিয়া পড়েন।

বেনেটোলার বটকৃষ্ণ দত্তের আখ্‌ড়ায় গৌরবাবু কুস্তি ও জিমন্যাষ্টিক শিখিতে আরম্ভ করেন। কালে তিনি এক জন ভাল লাঠি-খেলোয়াড় ও কুস্তিগীর হন এবং অনেক বড় বড় পালোয়ানকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হন। গৌরবাবু হরচন্দ্র লেনের এক আখ্‌ড়ায় প্রত্যহ কুস্তী শিখাইতে যাইতেন ও তথায় নিয়মিত অভ্যাস দ্বারা জিমন্যাষ্টিক বিদ্যা আয়ত্ত করেন।

ঐ আখ্‌ড়ায় শিখাইতে শিখাইতে গৌরবাবু আহিরীটোলা ও কলিকাতার বহু পল্লীতে অনেকগুলি আখ্‌ড়া স্থাপন করেন। ব্যায়ামচর্চ্চা যাহাতে প্রসার লাভ করে এজন্য তাঁহার আগ্রহের সীমা ছিল না। তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টার ফলে তাঁহার প্রভাব কলিকাতার বাহিরেও বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তখন তাঁহার নামে ও তত্ত্বাবধানে এত ব্যায়ামশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে, তাহার সকলগুলিতে যাইয়া তাঁহার নিজের শিক্ষকতা করা সম্ভবপর হইত না। তাই তিনি তাঁহার কয়েকটি উপযুক্ত ছাত্রকে শিক্ষকতার ভার দিয়া এই ব্যায়ামশালাগুলি ভাগ করিয়া

দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য এই সমস্ত ক্লাবই সৌখীন অর্থাৎ Amateur Club ছিল! গৌরবাবুর কৃতী ও প্রিয় ছাত্র প্রিয়নাথ বসুর উপরও ঐরূপে অনেকগুলি ব্যায়ামশালার শিক্ষকতার ভার পড়ে।

গৌরবাবুর ছাত্রগণের মধ্যে এই প্রিয়নাথ বসু উত্তরকালে 'প্রোফেসার বসু' নামে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। ইনিই বাঙ্গালীর সার্কাস 'প্রোফেসার বোসের সার্কাসের' প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ ছিলেন।

জিলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত ছোট জাগুলীয়া গ্রামে তত্রস্থ বসু বংশে প্রিয়নাথ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ কবি ও নাটককার, পূর্ব্বোল্লিখিত 'হিন্দুমেলার' অন্যতম উদ্যোগী মনোমোহন বসু মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র।

প্রিয়নাথ প্রথমে নিজের গ্রামের স্কুলে ও পরে কলিকাতার 'মেট্রোপলিটন ইন্‌ষ্টিটিউসনে' বিদ্যাশিক্ষা করেন। এই ছাত্রাবস্থা হইতেই তাঁহার ব্যায়ামচর্চ্চার প্রতি প্রবল অনুরাগ দৃষ্ট হয়। তিনি উল্লিখিত গৌরবাবুর নিকট রীতিমত জিমন্যাষ্টিক প্রভৃতি শিক্ষা করেন। প্রিয়নাথ ভাল জিমন্যাষ্টিক করিতে পারিলেও, জিমন্যাষ্টিক শিখানর ক্ষমতা তাঁহার অসাধারণ ছিল। তিনি গৌরবাবুর প্রবর্ত্তিত কয়েকটি ব্যায়ামশালায় শিক্ষকতা করিতে করিতে ভোলানাথ মিশ্র এবং "আউল চারু" নামে অভিহিত এক ব্যক্তিকে

লইয়া কলিকাতার সিমুলিয়া পল্লীতে একটি জিমন্যাষ্টিক ক্লাব গঠন করেন। রাজবল্লভপাড়ার এটর্ণি শরৎকুমার সরকার এই আখ্‌ড়ায় শিক্ষকতা করিতেন। শেষে এই সিমলার আখ্‌ড়া বিভক্ত হইয়া যায়; ভোলানাথ স্বতন্ত্র আখ্‌ড়া করেন এবং প্রিয়নাথ সিমুলিয়ায় নিজ বাসভবনের নিকটেই একটি আখ্‌ড়া স্থাপন করেন। এই আখ্‌ড়ায় প্রিয়নাথের মধ্যমাগ্রজ মতিলাল বসুর সহপাঠী বন্ধু এবং তাঁহাদের প্রতিবেশী স্বনামধন্য বিবেকানন্দ স্বামী কিছু দিন ব্যায়ামচর্চ্চা করিয়াছিলেন।

"প্রিয়নাথ বসুর এই একটি সিমলার আখ্‌ড়া হইতে সহরময় এবং সহরের বাহিরেও বহু জিমন্যাষ্টিকের আখ্‌ড়ার সৃষ্টি হয় এবং ঐ সকল আখ্‌ড়ায় (গৌরবাবু বলেন, মাত্র কলিকাতায় সিমলা হইতে নেবুতলা পর্য্যন্ত প্রায় ৫০টি আখ্‌ড়ায়) প্রিয়নাথ নিজে শিক্ষকতা করিতেন। গৌরবাবু বলেন যে, প্রিয়নাথ সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালীর ভিতর Pyramid Act ও Juggling Act অতি সুন্দর করিতে পারিতেন। তা ছাড়া Parallel ও Horizontal Bar, অশ্বারোহণ প্রভৃতিতে তাঁহার দক্ষতা থাকিলেও তিনি এক জন ভাল ব্যায়ামবীর অপেক্ষা ভাল ব্যায়ামশিক্ষক ছিলেন। তিনি পালাক্রমে কলিকাতায় এতগুলি ক্লাবের সংগঠন ও শিক্ষাকার্য্য চালাইয়া সহরের বাহিরে নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহেও (যথা আগড়পাড়া, পানিহাটি এবং নিজগ্রাম জাগুলীয়া) ব্যায়ামের জন্য আখ্‌ড়া স্থাপন করেন। নিজের স্কুলের জলখাবারের পয়সা

বাঁচাইয়া অথবা মা'র নিকট হইতে পয়সা সংগ্রহ করিয়া ঐ সকল গ্রামে গিয়াও তিনি ব্যায়াম শিক্ষা দিতেন। প্রিয়নাথ স্বয়ং বলিতেন যে, তাঁহার সকল ব্যায়ামশালায় নিম্নলিখিত কয়েকটি সাধারণ নিয়ম ছিল এবং ঐ সকল নিয়ম সকলকেই পালন করিতে হইত :—

১। অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত কেহ আখ্ড়ায় যোগ দিবেন না। (বলা বাহুল্য কোনও অভিভাবক মত না দিলে তিনি নিজে গিয়া উদ্দেশ্য বুঝাইয়া সুজাইয়া ও অনুনয় বিনয় সহকারে অনুমতি করাইবার চেষ্টা করিতেন)।

২। কেহ কোনওরূপ নেশার দ্রব্য সেবন করিতে পারিবেন না—যায় পান, তামাক, নস্য পর্য্যন্ত নহে।

৩। কেহ খুব সৌখীন কায়দায় চুলের বাহার বা টেরী কাটিতে পারিবেন না, তবে চুল আঁচড়াইবেন।" *

প্রিয়নাথ যখন নিজগ্রাম ছোট জাগুলীয়ায় জিমন্যাষ্টিকের আখ্ড়া খুলিয়াছিলেন, তখন গ্রামের প্রবীণ সম্প্রদায় তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরূপ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রদ্ধেয় অমরনাথ বসু মহাশয় প্রিয়নাথকে এই কার্য্যে সমুচিত উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন ও তাঁহার নিজের বাড়ীর ছেলেদের প্রিয়নাথের ক্লাবে পাঠাইয়াছিলেন।

* 'বাঙ্গালীর বাহুবল'—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত

বাঙ্গালীর সার্কাস

জাগুলীয়ায় প্রিয়নাথ ক্লাবের ছেলেদের শুধু ব্যায়াম শিখাইয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, তিনি তাহাদের গ্রামের জঙ্গল কাটা, রাস্তা মেরামত করা, মৃতের সৎকার করা এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যপ্রদ অথচ জনহিতকর কর্ম্মেও নিযুক্ত রাখিতেন। আজ যখন পল্লীর সংস্কার-কাজের এত কথা শুনা যায়, তখন তাঁহার এই কাজ স্মরণীয়। বলা বাহুল্য, ইংরাজ শাসনে দেশের পুরাতন স্বাবলম্বনমূলক প্রচেষ্টাসমূহের উচ্ছেদ সাধিত হইবার পূর্ব্বে পল্লীগ্রামের লোকরা পরমুখাপেক্ষী না থাকিয়া আপনাদের অনেক অভাব আপনারাই দূর করিতেন।

সার্কাসের সূত্রপাত

ছাত্রাবস্থায় প্রিয়নাথকে এইরূপ ব্যায়ামচর্চ্চায় অত্যন্ত আগ্রহশীল ও পাঠে অমনোযোগী দেখিয়া অথচ তাঁহার চিত্রাঙ্কণে নৈপুণ্য আছে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে 'গবর্ণমেণ্ট স্কুল অব্ আর্টে' ভর্ত্তি করিয়া দিলেন; প্রিয়নাথ আর্ট স্কুলে শিক্ষা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ব্যায়ামচর্চ্চা সমভাবেই চলিতে লাগিল।

তখন কলিকাতায় Wilson's Great World Circus, Chirany's Circus প্রভৃতি য়ুরোপীয় সার্কাস খেলা দেখাইতে আসিত। প্রিয়নাথ প্রায়ই সার্কাসে যাইয়া অভিনিবেশ সহকারে খেলা দেখিতেন; খেলা দেখিতে দেখিতে সঙ্কল্প করিতেন—"আমাকে এইরূপ একটি বাঙ্গালীর দল গঠন করিতে হইবে—চেষ্টা করিলে বাঙ্গালীও কত সাহস ও কৌশলের পরিচয় দিতে পারে তাহা দেখাইতে হইবে—বাঙ্গালীর ভীরুতার অন্যায় অপবাদ দূর করিতে হইবে।" তিনি সার্কাসের খেলা দেখিতে গিয়া
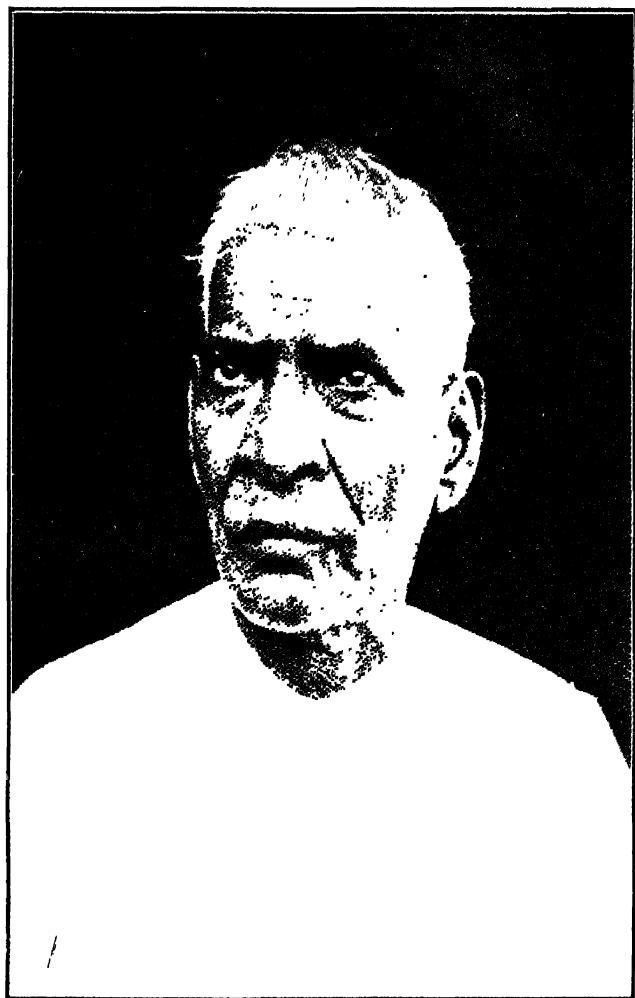
শ্রীযুক্ত গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়

বাঙ্গালীর সার্কাস

অনেক সময় কোন কোন খেলার বিশেষ বিশেষ অঙ্গভঙ্গীর বা খেলার যন্ত্রপাতির ছবি আঁকিয়া আনিতেন।

এই সময়ে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটে। প্রিয়নাথের গ্রামের রাস্তায় তাঁহারই ক্লাবের সম্মুখে কোথা হইতে জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার একটি ছোট ঘোড়ার আবির্ভাব হইল। তাঁহার ছাত্ররা যেন অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া ধরিয়াছে এই ভাবে মহা হৈ চৈ করিয়া ঘোড়াটিকে আখ্‌ড়াবাড়ীতে ধরিয়া আনিল। ঘোড়াটিকে পাইয়া প্রিয়নাথের মাথায় সার্কাস সংগঠনের সুপ্ত কল্পনা জাগিয়া উঠিল; তিনি উৎসাহের সহিত ঘোড়াটিকে খেলা শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। দেখা যায়, অনেক সময় সামান্য ঘটনা হইতে অনেক বৃহৎ ব্যাপারের আরম্ভ হয়, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল; এই অজ্ঞাতস্বামী ঘোটককে উপলক্ষ করিয়া বাঙ্গালীর বৃহত্তম ভবিষ্যৎ সার্কাসের ভিত্তি স্থাপিত হইল।

কিছুকাল গবর্ণমেণ্ট শিল্প-বিদ্যালয়ে শিক্ষার পর অঙ্কনকার্য্যের জন্য প্রিয়নাথের ৭৫৲ বেতনের একটি চাকুরি স্থির হইল; তাঁহাকে চাকুরিতে বাধ্য করাইবার চেষ্টামাত্রই তাঁহার আজন্ম-পোষিত স্বাধীন ভাব একেবারে গর্জ্জিয়া উঠিল; তিনি চাকুরি করিতে সম্মত ত হইলেনই না, পরন্তু গৃহস্থ সকলের অমতে নিজের অভিপ্রেত পথে অগ্রসর হইলেন। পিতার নিষেধ, মাতার অনুরোধ কিছুই আর তাঁহাকে ফিরাইতে পারিল না।

‘স্বাবলম্বন ভিন্ন উপায় নাই’ ‘বাঙ্গালীর বাহুবল-চর্চ্চা প্রয়োজন’

প্রভৃতি ধারণা পূর্ব্ব হইতেই প্রিয়নাথের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। এই বার তিনি যেন বাঙ্গালীর ভীরুতার অপবাদ অপনোদনের জন্যই একটি সার্কাসের দল গঠন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু দল গঠন করিব বলিলেই দল গঠন হয় না—মূলে অনেক অর্থ চাই। "Where there is a will there is a way"—কথাটি চিরপ্রসিদ্ধ; প্রিয়নাথের দৃঢ় সঙ্কল্পের নিকট কোন বাধাই টিকিল না। অভূতপূর্ব্ব উপায়ে গোপনে বাড়ীর মেয়েদের নিকট হইতে ও অন্যান্য সূত্রে কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিয়া তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিলেন এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে সামান্য ভাবে 'প্রোফেসার বোসের গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস' নাম দিয়া একটি সার্কাস খুলিলেন।

এই সময় প্রিয়নাথের পিতৃবন্ধু বিখ্যাত পুস্তকবিক্রেতা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতায় প্রিয়নাথদের বাড়ীর ঠিক পাশের বাড়ীতে থাকিতেন ও এই দুই বাড়ীর পরিবারবর্গ অন্তরঙ্গ সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। গুরুদাস বাবু প্রথম হইতেই প্রিয়নাথের ব্যায়াম সংক্রান্ত সকল অনুষ্ঠান সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখিতেন ও তাঁহার এক জন প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। এই বার তিনিও প্রিয়নাথের পিতাকে না জানাইয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে গোপনে কিছু কিছু টাকা অল্প দিনের জন্য দিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন। গুরুদাস বাবু স্বাবলম্বী এবং স্বপ্রতিষ্ঠ পুরুষ; প্রিয়নাথের ন্যায় ব্যবসায়ে নব-ব্রতী যুবকের বাধা বিপত্তিতে সমবেদনাশীল হওয়া তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

এইখানে 'প্রোফেসার বোসের গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের' পূর্ব্ববর্ত্তী সার্কাস-গঠন-প্রচেষ্টার কথা বলিব। পূর্ব্বোল্লিখিত নবগোপাল মিত্র মহাশয় তাঁহার ব্যায়ামশালার দুই চারি জন ছাত্র ও কয়েকটি ঘোড়া লইয়া National Circus নাম দিয়া এক সার্কাস করিয়াছিলেন।* ইহা সার্কাসের একটি ঠাট্ মাত্র। এই সার্কাসে খেলা দেখাইবার জন্য নবগোপাল বাবু মধ্যে মধ্যে প্রিয়নাথের আখ্ড়ার ছাত্র চাহিয়া আনিতেন। ইহার কিছুকাল পরেই প্রিয়নাথ নবগোপাল বাবুর ঘোড়া প্রভৃতি কিনিয়া লইয়াছিলেন।

এই স্থানে মার্কিন দেশবাসী প্রসিদ্ধ S. O. Abelএর কথা উল্লেখযোগ্য। ইনি পূর্ব্বে Wilson's Circusএ হস্তিশিক্ষক ছিলেন। Wilson's Circus ছাড়িয়া দিয়া ইনি কলিকাতায় আসিয়া আরও দুই তিন জন য়ুরোপীয় খেলাড়ি লইয়া থিয়েটারে থিয়েটারে অথবা ধনিগৃহে খেলা দেখাইয়া জীবিকার্জ্জন করিতে-ছিলেন। National Circusএর পর নবগোপাল বাবুর জামাতা হিন্দু স্কুলের ব্যায়ামশিক্ষক রাজেন্দ্রলাল সিংহ, হুগলী কলেজের ব্যায়ামশিক্ষক শ্যামাচরণ ঘোষ, জাতীয় বিদ্যালয়ের ব্যায়ামশিক্ষক দীননাথ ঘোষ এবং কাঁশারিপাড়ার বিখ্যাত ব্যায়ামশিক্ষক যোগীন্দ্রনাথ পাল প্রভৃতি কয়েকজনে মিলিত হইয়া জনসাধারণের নিকট চাঁদা সংগ্রহপূর্ব্বক উল্লিখিত মিষ্টার আবেলকে জুটাইয়া

* কাহারও কাহারও মতে 'গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাসের' পরে 'ন্যাশন্যাল সার্কাস' হয়।

কলিকাতার রাজার বাজার অঞ্চলে Great Indian Circus নাম দিয়া এক সার্কাস খুলিয়াছিলেন। চালা বাঁধিয়া এই সার্কাস দেখান হইত। আবেল ঘোড়া শিখাইতেন ও ঘোড়ার খেলা দেখাইতেন। তিনি অল্প দিনের মধ্যেই দলটিকে শিখাইয়া তৈয়ারী করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ইহার কয়েক মাস পরেই রাজা রামমোহন রায়ের পৌত্র হরিমোহন রায়ের সার্কাস করিবার সখ হয় ও তিনি 'গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস' কিনিয়া লইয়া তাহা তাঁহার আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনের সংলগ্ন পশুশালার প্রাঙ্গনে স্থানান্তরিত করিয়া তথায় খেলা দেখাইতে থাকিলেন। তখন ইহা 'হরিমোহন রায়ের দল' নামে প্রসিদ্ধ হয়।

ইহার কিছু দিন পরেই আবেল চট্টগ্রামে গিয়া তথায় Olmann নামক এক জন জার্ম্মানের সহিত Abel Klaer Olmann Circus নামক বিখ্যাত সার্কাস খুলিয়াছিলেন ও এই সার্কাস লইয়া তিনি প্রায় সমস্ত প্রাচ্য ভূখণ্ড পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। আবেল 65 years of a Showman's Life নামক এক পুস্তিকা রচনা করিয়া গিয়াছিলেন। আবেল চট্টগ্রামে যাইবার সময় কৃষ্ণলাল বসাক, পূর্ব্বোক্ত রাজেন্দ্রলাল সিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা খগেন্দ্রলাল সিংহ ও শ্রীযুক্ত ভূতনাথ বসু প্রভৃতি Great Indian Circusএর কয়েকজন খেলোয়াড়কেও সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। খগেন্দ্রলাল একজন ভাল অশ্বারোহী ছিলেন। অষ্ট্রেলিয়ায় মিঃ আবেল

মিঃ এস্. ও. আবেল্ ও তাঁহার শিক্ষিত 'পনি'

খগেন্দ্রলালের পক্ষ হইতে সমগ্র অষ্ট্রেলিয়াবাসীকে অশ্বারোহণ বিদ্যার প্রতিযোগিতায় আহ্বান (challenge) করিয়াছিলেন। অষ্ট্রেলিয়া-বাসিগণ কেহ খগেন্দ্রলালকে পরাজিত করিতে সমর্থ হন নাই।

আবেল 'গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস' ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার কিছু দিন পরে যোগীন্দ্রনাথ পাল Great Indian Circusএর সত্ত্বাধিকারী হন। শেষে প্রিয়নাথ বসুর প্রতিষ্ঠিত 'প্রোফেসার বোসের গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস' যখন ভারতবর্ষের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া প্রথমবার কলিকাতায় খেলা দেখাইতে আসে, সেই বৎসর (অর্থাৎ ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে) যোগীন্দ্রনাথ পাল 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসকে' তাঁহার দল বিক্রয় করিয়া ফেলেন ও তিনি নিজে তথায় শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তথায় কার্য্য করিয়াছিলেন।

প্রোফেসার বোসের

গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস

দুর্গম নূতন পথের যাত্রীর অদৃষ্টসুলভ দুঃখ ও বিড়ম্বনা মাথায় করিয়া প্রথম প্রথম ঘোর অসুবিধা ও বিপদের মধ্য দিয়া প্রিয়নাথ বসু আত্মীয়-স্বজনের সন্দেহ ও বিরক্তিভাজন হইয়া অতি কষ্টে সার্কাসের দলটিকে চালাইতে লাগিলেন। বিদেশে এক বার অর্থাভাবে তাঁহাকে এরূপ পীড়িত ও লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল যে, সংবাদ পাইয়া কলিকাতা হইতে স্নেহপ্রবণ পিতাকে তথায় যাইতে হয়; তিনি যাইয়া পুত্রকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া ফিরাইয়া আনিলেন ও তাঁহাকে আর এ কার্য্যে লিপ্ত হইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু প্রিয়নাথ 'সাধিলেই সিদ্ধি' এই মহাবাক্য বিশ্বাস করিতেন; তিনি নিজের ঈপ্সিত কাজকে কিছুতেই ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না—দ্বিগুণ উৎসাহে আবার দল গঠন করিয়া চালাইতে লাগিলেন।

অল্পকালের মধ্যেই 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস' বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিল ও ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে রংপুরের দরবার উপলক্ষে

তাজহাট রাজবাটীতে খেলা দেখাইবার জন্য নিযুক্ত হইল। খেলা দেখিয়া রাজা গোবিন্দলাল রায় এত সন্তুষ্ট হইলেন যে, তিনি নির্দ্ধারিত পারিশ্রমিক ব্যতীত দলের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে ২৫ জোড়া শাল উপহার দান করিয়াছিলেন এবং নিম্নলিখিত প্রশংসাপত্রখানিও দিয়াছিলেন—

Rungpur,
10th December, 1888.

Most gladly I do hereby certify that Professor P. N. Bose's 'Great Bengal Circus Company' performed prodigies of equestrian and gymnastic feats on the Durbar held at my Tajhat house. I engaged them for two nights, but was so highly pleased with their performances, that I could not but retain them for two nights more.

I shall be indeed happy to patronise their cause.

(Sd.) Gobindalal Roy
Raja of Rungpur.

ঐ সময়েই কাকিনার (রংপুর) রাজা মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী মহাশয় 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের' খেলা দেখিয়া উৎসাহ দিয়া লিখিয়াছিলেন—

"I hope all noblemen and gentlemen will help their cause as I consider an institution for

the display of gymnastic and equestrian feats is a national glory ."

পাঠক দেখিবেন, মহিমারঞ্জনের এই আশা সম্পূর্ণ ফলবতী হইয়াছিল। প্রথম প্রথম এইরূপে বাঙ্গালার জমিদারবর্গের গৃহে খেলা দেখাইবার জন্য 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস' আহূত হইতে লাগিল এবং ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই চুক্তি অনুযায়ী অর্থ ব্যতীত অনেক জিনিষপত্র অথবা অশ্ব প্রভৃতি জন্তু উপহার দিয়া সার্কাসের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে লাগিলেন। সার্কাসের আদ্যাবস্থায় এবং উত্তরকালেও ভারতবর্ষের রাজামহারাজাদের মধ্যে অনেকে অনেক বার অনেক মূল্যবান উপহার দিয়াছিলেন; সকলের কথা এখানে বলা সম্ভব নহে, তবে ইঁহাদিগের মধ্যে ত্রিপুরার মহারাজা, রেওয়ার মহারাজা, কাশীনরেশ, কাশ্মীরের মহারাজা, ঝালওয়ারের মহারাজা রাণা ঝালিম সিং বাহাদুর ও ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকে একাধিকবার একাধিক হস্তী ব্যাঘ্র প্রভৃতি উপহার দিয়াছিলেন।

এই বার প্রোফেসার বসুর মধ্যমাগ্রজ মতিলাল বসুর কথা বলিব। ইনি সাহিত্যামোদী ও সঙ্গীতরসিক ছিলেন। ইনি 'চারি চিত্র' নামক উপন্যাস রচনা করিয়া এবং কয়েক বৎসর 'গান ও গল্প' নামে এক পাক্ষিক পত্র সম্পাদন করিয়া তৎকালে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি খুব 'কড়া'

প্রোফেসার প্রিয়নাথ বসু

প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং এরূপ তেজীয়ান ও স্পষ্টবাদী ছিলেন যে, ব্যবসা সংক্রান্ত আদান প্রদানে এবং কর্ম্মচারী প্রভৃতির সহিত ব্যবহারে যে প্রীতি ও সহানুভূতির সহযোগ ও সুকৌশল আবশ্যক তাহা তাঁহার ধাতুতে ছিল না। এই জন্যই, বোধ হয়, তিনি তাঁহার যৌবনে কয়েকবার কয়েকটি ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তবে তিনি টাকাকড়ির ব্যাপারে এবং হিসাবপত্র বিষয়ে খুব সতর্ক ছিলেন; ব্যবসায়ীর পক্ষে ইহা কম প্রয়োজনীয় নহে। পক্ষান্তরে প্রিয়নাথ ব্যয় সম্বন্ধে কতকটা শিথিল-প্রকৃতির কিন্তু পরিশ্রমী, কর্ম্মকুশল ও জনপ্রিয় ছিলেন।

এই দুই ভ্রাতার দুইরূপ প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া এবং প্রিয়নাথকে একা এই সার্কাস পরিচালনার বিপুল দায়িত্ব লইয়া নানারূপে বিব্রত অথচ কিছুতেই সার্কাস ব্যবসায় হইতে ফিরাইবার উপায় নাই, বুঝিয়া, তাঁহাদিগের পিতা মতিলালকে প্রিয়নাথের সহিত মিলিত হইয়া দুই জনে একযোগে কাজ করিবার উপদেশ দেন। মতিলাল সম্মত হন। শুভমুহূর্ত্তে তিনি 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসে' যোগদান করেন।

মতিলালকে পাইয়া প্রিয়নাথের বল বাড়িয়া গেল; অর্থাৎ টাকা কড়ির দায়িত্ব, আয়-ব্যয়ের হিসাবপত্র প্রভৃতি বিষয় হইতে কতকটা অব্যাহতি লাভ করিয়া তিনি খেলোয়াড়দিগকে ও জন্তু জানওয়ারগুলিকে শিক্ষাদান, খেলার জন্য নূতন নূতন যন্ত্রপাতির

নির্ম্মাণ, তাম্বু ও অন্যান্য সাজ সরঞ্জাম প্রস্তুত, বিজ্ঞাপন রচনা, কার্য্য পরিচালনা, রাজন্যবর্গ এবং ইংরাজ রাজপুরুষগণের নিকট গমনাগমন এবং সর্ব্বোপরি নূতন নূতন খেলার উদ্ভাবন ও পরিকল্পনা প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপারে নিশ্চিন্তভাবে মনোনিবেশ পূর্ব্বক দলটিকে মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিবার সুযোগ লাভ করিলেন। এইরূপে দুই ভ্রাতা মিলিত ভাবে কাজ করায় 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস' উন্নতির শিখরে আরোহণ করিল।

ভবিষ্যৎকালে নানা কারণে একাধিক বার দুই ভ্রাতা পৃথক হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দল চালাইয়াছিলেন এবং কিছুকাল না যাইতেই আবার উভয়ে মিলিত হইয়াছিলেন। দেখা গিয়াছে, যখনই উভয় ভ্রাতা একত্র হইয়াছেন, তখনই দল সমধিক গৌরব ও সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস' ক্রমে বাঙ্গালার বাহিরে খেলা দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে ইহার যশ-শ্রী-মণ্ডিত নাম দেশের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। উত্তরে কাশ্মীরের মহারাজা হইতে দক্ষিণে মহিশূররাজ, আর পশ্চিমে গুজরাটের ভবনগর, জামনগর, জুনাগড়, বরদা প্রভৃতির রাজন্যবর্গ হইতে পূর্ব্বে বঙ্গের কুচবিহারাধিপতি, জমীদার রাজা গোবিন্দলাল ও রাজা জানকীবল্লভ প্রভৃতির আগ্রহে এমন স্থান, এমন নগর এবং এমন রিয়াসত, বোধ হয়, কম রহিল যেস্থানে 'প্রোফেসার বোসের গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস' যাইয়া ক্রীড়া না দেখাইল ও সমাদর না পাইল। ভারতবর্ষের

মতিলাল বসু

রাজন্যগণের মধ্যে অনেকেই অন্ততঃ এক বারও প্রোফেসার বোসের সার্কাস দেখিয়া উচ্চাঙ্গের প্রশংসাপত্র দিলেন। বহুসংখ্যক প্রশংসাপত্রের মধ্যে মাত্র কয়েকখানি এখানে প্রকাশিত হইল :—

Gondal
17th November, 1894.

On the occassion of H. E. Lord Harris' visit to the Gondal State we have had the pleasure, at the invitation of H. H. the Thakur Saheb of Gondal, of witnessing the admirable performances of 'Professor Bose's Great Bengal Circus.' H. E. the Governor and all the party were much pleased with the performance.

(Sd.) E. C. K. M. Ollivant, C. I. E., C. S.,
Political Agent, Kathiawar.
(Sd.) T. Harris, Lieutenant Colonel,
Military Secretary.

Lashkar Gwalior
29th June, 1896.

* * Professor P. N. Bose's Circus is one of the most unique productions the natives of India have adopted after the European method of equestrian athletic and comic performance.

This is the first time I had the pleasure of seeing the Bengali ladies and a girl appear in the scene and their graceful performance was exquisite.

On the whole from what I saw of his performance at His Highness the Maharaja of Gwalior's Palace on the 27th instant, I have no hesitation to say that Professor Bose's efforts in getting up his Great Bengal Circus of purely Bengali ladies and gentlemen have proved to be of great success.

Sir Michael Filose, Lt. Col., K. C. S. S.,
Secretary, Gwalior State and Late Governor of Malwa.

Saugor Cantonment
14th May, 1896.

* * It is wonderfully good of its kind * *

(Sd.) P. Neville Lt. Col.,
Commanding Saugor, Central India.

Panna
11th October, 1896.

The most exquisite performance of Professor Bose's Great Bengal Circus at the Kothi Palace at Panna afforded the utmost pleasure and amusement to the spectators for three nights.

His Highness the Mahendra Maharaja Sahib Bahadur was highly delighted with the numerous wonderful gymnastic exercises, daring manly exploits and astonishing feats of horsemanship, most excellently and successfully achieved by the various Bengali male and female members of the Circus.

* * * * *

(Sd.) Rao Anant Singh
Dewan, Panna State.

Jammu
2nd December, 1897.

Professor P. N. Bose entertained His Highness and the gentry at the palace at Jammu, with his performance. * * * *

The whole party were much pleased by what they saw and congratulate the Professor for the great success which has attended his efforts in getting up his 'Great Bengal Circus' of purely Bengali ladies and gentlemen.

(Sd.) Amar Singh, Raja, K. C. S. I.,
Vice President of Council,
Jammu and Kashmir State.

Lahore
4th April, 1898.

* * * Their exhibition of horsemanship and acrobatic feats are exceedingly good and quite equal to those of the best European circuses that I have seen in India. Mr. Pannalal's performances on the tripple horizontal bars and those of Bir Badal Chand with two Royal Bengal Tigers are astonishing. Those of Miss Susila with the tigers are also very creditable and are I believe unique of their kind in this country.

The Company were very popular with all ranks and classes during their stay here and their performances universally admired and appreciated.

(Sd.) P. Chatterjee
Chief Justice, Punjab.

বাঙ্গালার বাহিরে 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস' তখন উল্লিখিত রাজামহারাজা বা পদস্থ ব্যক্তিগণ ব্যতীত জনসাধারণের চিত্ত কিরূপ অধিকার করিয়া ফেলিয়াছিল ও কিরূপ অর্থ উপার্জ্জন করিতেছিল তাহা নিম্নোদ্ধৃত তিন খানি সংবাদ পত্রের মন্তব্য হইতে বুঝা যায় ;—

The Punjab Times 22-11-93.—

"Professor Bose's Great Bengal Circus continues to draw crowds to witness what to Rawalpindi is something new. The rush for seats is so great that money is nightly refused at the doors. * *"

The Rajputana Malwa Times, 3-2-96.—

"The Great Bengal Circus Company which was almost a nine days' wonder in this sleepy hollow * * * were able to provide the Ajmere public with an entertainment which while it fully sustained the reputation which they have already earned for themselves, exceeded the most sanguine expectations of their patrons. * *"

The Tribune, (Lahore) 10-11-97.—

"The Great Bengal Circus has taken the Lahore public by storm. No other show had such a hold on popular fancy here within living memory. People have gone what may be called circus-mad and laudatory ejaculations with reference to the performance of members of the troupe are heard on every side."

বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালী দলের এই সাফল্যের কথা সংবাদ-পত্রের মারফতে বঙ্গবাসীরা জানিতে লাগিলেন ও এই বাঙ্গালীর

সার্কাসের জন্য কলিকাতাবাসীরা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস' কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম খেলা দেখাইতে আসিল। কলিকাতার গড়ের মাঠে তাম্বু পড়িল। কলিকাতাবাসীরা, বিশেষতঃ প্রোফেসার বসুর আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুগণ সেই সামান্য ব্যায়ামশালা হইতে ক্রীড়া-নৈপুণ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সজ্জাসম্ভারে পূর্ণ এই পূরাদস্তর সার্কাস কোম্পানীর উদ্ভব চিন্তা করিয়া বিস্মিত হইলেন ; গড়ের মাঠে বহু গণ্যমান্য ও পদস্থ লোক 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের' খেলা দেখিতে আসিলেন ও তাহার পৃষ্ঠপোষকতা করিলেন। পৃষ্ঠপোষকগণের মধ্যে কপূর্রতলার মহারাজা, কুচবিহারাধিপতি, এবং বর্দ্ধমানের ভূম্যধিকারী মহারাজা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা সার্কাস দেখিয়া গিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র পাঠান তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

Victoria Terrace,
Calcutta, 31st December, 1899.

* * Professor Bose's Circus was visited by H. H. the Maharaja and his staff last night. His Highness gave his patronage for the performance and was highly pleased with the equestrian and gymnastic feats specially wrestling with 2 tigers which was quite wonderful and one of the kind ever seen.

(Sd.) Daolet Ram
Private Secretary to
H. H. the Maharaja of Kapurthala.

'Woodlands' Calcutta
The 17th January, 1900

His Highness the Maharaja of Cooch Behar paid a visit to Professor Bose's Great Bengal Circus in the early part of the season and subsequently permitted him to have a special performance under his patronage. On both these occasions the performance was excellent and reflected great credit on the management. The skill displayed by Bir Badal Chand in his play with two huge Royal Bengal Tigers was much admired.

His Highness was immensely pleased and wishes the Company all success.

(Sd.) Priya Nath Ghosh
Personal Assistant to
His Highness
the Maharaja of Cooch Behar.

The Palace, Burdwan
The 1st February, 1900.

* * We were highly delighted with all that we saw. The feats were really surprising and such as are rarely to be seen. * * In fact all that we saw of the circus were extremely entertain-

ing and extremely praise-worthy and cannot be too highly spoken of. The Circus deserves the patronage of the public in general."

(Sd) Illegible
Manager Raj Burdwan.

কলিকাতার খেলা সাঙ্গ করিয়া সার্কাস দক্ষিণ ভারতের উপকূল ধরিয়া সিংহলে গমন করিল এবং ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতার ময়দানে দ্বিতীয় বার খেলা দেখাইল (১৯০০—১ খৃঃ)। বলা বাহুল্য, এ বারও কলিকাতার খেলা সাফল্যমণ্ডিত হইল। এই বৎসর মহিশূরাধিপতির পৃষ্ঠপোষকতায় এবং তাঁহার উপস্থিতিতে এক রাত্রি খেলা দেখান হইয়াছিল। বাঙ্গালার লেফ্‌টন্যাণ্ট গভর্ণর সার জন উডবার্ন একদিন খেলা দেখিয়া যান। তাঁহার পক্ষ হইতে লিখিয়া পাঠান হয় ;—

Belvedere, Calcutta
Ist January, 1901.

* * The Lieutenant Governor thought your performance a very creditable one and much enjoyed it.

(Sd.) J. Strachey
Private Secretary,
to H. H. Sir John Woodburn K. C. S. I.
Lieutenant-Governor of Bengal.

অতঃপর সার্কাস রেঙ্গুন যাত্রা করিল। তথায় যশ ও অর্থলাভ করিয়া তথা হইতে পিনাং ও পরে সিঙ্গাপুর হইয়া যবদ্বীপ পর্য্যন্ত বিজয়গর্ব্বে খেলা দেখাইয়া, অর্থে ও সম্মানে ভূষিত হইয়া, সে দেশের নূতন নূতন জীবজন্তু সঙ্গে লইয়া সার্কাস পুনরায় দেশে ফিরিল এবং কলিকাতার ময়দানে তৃতীয় বার 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের' তাঁবু পড়িল (১৯০১—২ খৃঃ)। এ বার অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকগণের মধ্যে বঙ্গদেশের প্রধান বিচারপতি পৃষ্ঠপোষকতা করিলেন।

যাঁহারা এই বাঙ্গালী সার্কাসের ক্রমপরিণতি স্নেহ ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে এ বার খেলা দেখিয়া বাঙ্গালীর নৈপুণ্যে বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলেন। বিখ্যাত 'Indian Mirror' পত্র লিখিলেন ;—

"Professor Bose has made a promising start and it is to be fervently hoped that his patriotic efforts at wiping out the unjust stain of physical cowardice, cast on the Bengali community, will be amply appreciated and substantially supported."

ইহার পর হইতে এই সার্কাস ব্রহ্ম, মালয় উপদ্বীপ, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশের নগরে নগরে যাইয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে এবং ১৯১১।১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় প্রতি বৎসরই শীতকালে দেশে ফিরিয়া কলিকাতা ময়দানে নিত্য নূতন আশ্চর্য্য

আশ্চর্য্য ক্রীড়াকলাপ দেখাইয়া যে উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছে এখনও অনেকের মন হইতে, বোধ হয়, তাহার স্মৃতি বিলীন হইয়া যায় নাই। কলিকাতার খেলায় প্রত্যেক বৎসরই বহু প্রসিদ্ধ রাজা অথবা লেফ্‌টন্যাণ্ট গভর্ণর বা বড়লাট প্রভৃতি প্রোফেসার বোসের সার্কাসের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন অথবা খেলা দেখিতে আসিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে কয় জনের পত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আরও দুই একখানি পত্রের প্রতিলিপি নিম্নে সন্নিবেশিত করিতেছি :—

High Court
Calcutta, 12th January, 1909.

* * I am directed by the Chief Justice of Bengal to say that * * His Lordship would be glad to accord his patronage to a performance of your Circus

(Sd.) T. G. Waite
Secretary, the Chief Justice of Bengal.

Government House
Calcutta 6th January, 1909.

* * I am to inform you that their Excellencies * * * will be pleased to grant your show their patronage any evening.

(Sd.) Vincient Brooke, Lt. Colonel,
Military Secretary to the Viceroy.

Government House,
Calcutta the 29th january, 1909.

Dear Sir,

I am desired by their Excellencies the Viceroy and Countess of Minto to thank you very much for the Rs. 650/- you have been so good as to send me as a result of the entertainment given by you on Friday last in aid of the Minto Nursing Association. Their Ecellencies are very much gratified at receiving so handsome a donation to the funds of the Association.

The entertainment given by you was, I am assured, excellent in every detail.

Yours faithfully,
(Sd) Vincient Brooke Lt. Colonel,
Military Secretary to the Viceroy.

বাঙ্গালীর সার্কাসের ক্রমিক ইতিহাস হিসাবে প্রোফেসার বোসের সার্কাস প্রথম না হইলেও বাঙ্গালীর সার্কাস বলিতে প্রথমেই প্রোফেসার বোসের সার্কাস বুঝায়। যেমন রামনারায়ণ তর্কালঙ্কারের পূর্ব্বে বাঙ্গালা নাটক রচিত হইলেও তাঁহাকেই বাঙ্গালীর আদি নাটককার বলা হয়, অথবা যেমন 'মোহনবাগানের' পূর্ব্বে বাঙ্গালী ফুটবল ক্লাব গঠিত হইলেও প্রথমেই 'মোহনবাগানের' নাম করিতে হয়, ইহাও সেইরূপ।

কেবল বাঙ্গালী সার্কাস কেন, ভারতবর্ষে প্রোফেসার বোসের সার্কাসই ভারতীয়দিগের প্রথম ও প্রধান উল্লেখযোগ্য সার্কাস। প্রোফেসার বোসের সার্কাসের পূর্ব্বে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে কোথাও কোন সার্কাস ছিল কি ছিল না, তাহার সঠিক সংবাদ জানা না থাকিলেও * সমসাময়িক বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মতবাদ পড়িয়া মনে হয়, সার্কাস ব্যবসায়ে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে প্রোফেসার বোসের বাঙ্গালী সার্কাসই নিঃসংশয়ে সর্ব্বপ্রধান।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে রাওয়ালপিণ্ডির ক্যাণ্টনমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ক্যাপ্‌টেন সি, ডেনিস্‌ 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের' খেলা দেখিয়া লিখিয়াছিলেন,—

"I have no hesitation in saying that the performance is the very best I have seen in India."

ইহারই এক বৎসর পরে জুনাগড়, সুরাট প্রান্তের এসিষ্ট্যাণ্ট পলিটিক্যাল এজেণ্ট জি, ই, হাইড্‌স্‌ কেট্‌স্‌ লিখিয়াছিলেন—

"Consider it is the best thing of the kind I have seen in India."

ঐ একই সময়ে গণ্ডালের ঠাকুর সাহেব ভারত সিংহজী (K. C. I. E., L. L. D., D. C. O., M. B. C. M., M. R. C. P.,) লিখিয়াছিলেন,—

"The Circus I beleive is the very first of its kind in this country"

* "ছাত্রেস সার্কাস" নামক মারহাট্টি সার্কাস, বহু পুরাতন বলিয়া শুনিয়াছি।

আরও তিনটি অভিমত এই স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি ;—

" * * I have no hesitation in saying * * that it is the best thing of its kind I have seen in India. * * "

(Sd) A. J. C. Wrench, Major,
23rd Royal Welch Fusiliers,
2-5-96. *Commanding, Jhansi*

" * * It is alone the best entertainment I have seen in India. * * "

C. W. Whish
18-4-97. *Collector & Magistrate, Saharanpur.*

"I think Professor Bose's Great Bengal Circus is the best I have seen in India. * "

E. D. Bullen, Captain, R. E.,
Principal,
Thompson Civil Engineering College,
27-4-97 Roorkee

‘বোসের সার্কাস’ ও স্বদেশী আন্দোলন

দেশের লোকের কায়িক দৌর্ব্বল্যে লজ্জাবোধ ও দেশের কলঙ্ক মোচনের প্রেরণা হইতে যে প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব, তাহা তখনই দেশবাসীর নিকট বিশেষ ভাবে আদরণীয় হয়, যখন দেশের লোকের দেশের প্রতি মমত্ব-বোধ প্রবল ভাবে জাগিয়া উঠে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গবিভাগের পর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের অধিনায়কত্বে যখন দেশাত্মবোধের প্রবল বন্যায় দেশ প্লাবিত হইয়া গেল, তখন দেশবাসীর নিকট এই বাঙ্গালীর সার্কাসের নূতন করিয়া সমাদর লাভ ঘটিল। তখন এই বাঙ্গালীর সার্কাসের পৃষ্ঠপোষকতা করিবার জন্য সাধারণের মনে প্রতিযোগিতা লক্ষিত হইতে লাগিল। ‘বোসের সার্কাসের’ * নাম তখন পথে, ঘাটে, মাঠে, লোকের মুখে মুখে ফিরিয়াছে। এখন যেমন লোক ‘ফুটবল-ম্যাচ্’ দেখিতে ছুটে, কতকটা সেইরূপ আগ্রহে তখন লোক গড়ের মাঠে ‘বোসের

* স্বদেশী যুগে ‘প্রোফেসার বোসের গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস’ নাম সংক্ষিপ্ত করিয়া ‘বোসের সার্কাস’ নামে প্রচারিত হয়।

সার্কাস' দেখিবার জন্য কাতারে কাতারে যাইত। 'বোসের সার্কাসের' সঙ্গে প্রতিযোগিতায় না পারিয়া পাশাপাশি অবস্থিত 'হার্ম্মষ্টন' প্রভৃতি নামজাদা ইংরাজ কোম্পানীকে অল্প দিনের মধ্যেই তাম্বু গুটাইয়া জাহাজে উঠিতে হইত।

সে সময়ে গড়ের মাঠে 'বোসের সার্কাস' দেখিবার জন্য যে বিপুল জনসমাগম হইত, তাহা দেখিলে মনে হইত যে, দর্শকরা শুধু খেলা দেখিবার জন্যই সেখানে সমবেত হয়েন নাই; তাঁহারা প্রত্যেকে পয়সা খরচ করিয়া, যেন এক অভিনব জাতীয় মেলায়—অভিনব জাতীয় অনুষ্ঠানে—সম্মিলিত হইয়া দেশমাতৃকার চরণে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে আসিয়াছেন। তাহার উপর খেলার অবকাশে প্রোফেসার প্রিয়নাথ বসু যখন স্বয়ং ক্রীড়াচক্রে (Ring) আবির্ভূত হইয়া স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় গুরু গম্ভীর স্বরে জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া জাতীয় ভাবসূচক উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দ্বারা স্বদেশী-ব্রতকে দৃঢ়তর করিবার জন্য অনুরোধ করিতেন ও বক্তৃতাশেষে তিনি যখন "বন্দেমাতরম্" শব্দ উচ্চারণ করিতেন, তখন দর্শকমণ্ডলীর সমর্থনসূচক "বন্দেমাতরম্" রব 'বোসের সার্কাসের' বিশাল তাম্বু ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিত; বুঝি সেই স্বদেশীয় মল্লক্ষেত্রের তটভূমিতে জাতীয় ভাবের উদ্বেল সমুদ্র উছলিয়া পড়িত।

এই সময়ে কিছু দিনের জন্য খেলার মধ্যে মধ্যে সার্কাসে নৃত্য-গীতের আয়োজন হইয়াছিল। এজন্য প্রিয়নাথ নিজে কয়েকটি গান

রচনা করিয়াছিলেন; * সে সব গানেও স্বদেশী ভাবের অভিব্যক্তি ছিল, যথা—

"ভারত সন্তান সব
জাগরে জাগ আজ,
মুক্ত আঁখি মুক্ত কর
আর কেন কাল ব্যাজ!
উন্নতি চাওরে যদি
বিনা ব্যায়াম মহানিধি
স্বর্গাদপি গরীয়সী দেশ ভস্ম
হয় আজ!"

এই সময় অনেক দেশপূজ্য নেতা মধ্যে মধ্যে 'বোসের সার্কাসে' আসিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন। এক বার পঞ্জাব-কেশরী লালা লাজ্‌পত্‌ রায় সার্কাস দেখিতে আসেন; সেই উপলক্ষে প্রিয়নাথ তাঁহার জন্য অভ্যর্থনা-সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন ও তাহা ক্রীড়াচক্রে গীত হইয়াছিল। তাহার প্রথম দুই লাইন মনে পড়ে; তাহা এইরূপ;—

"আও লালা লাজ্‌পত্‌ হৃদয় কি ধন্‌,
ভারত্‌কি দোস্ত্‌ তোম্‌ ভারত্‌-ভূষণ।"
ইত্যাদি

* কতকটা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রিয়নাথ বসুর সাহিত্য ও রসরচনায় যে অধিকার ছিল, তাহা তাঁহার রচিত 'প্রোফেসার বোসের ভ্রমণ বৃত্তান্ত' পাঠ করিলেই বুঝা যায়।

তখন 'বোসের সার্কাস' দেশবাসীর কত আদরনীয় হইয়া উঠিয়াছিল এবং 'বোসের সার্কাসকে' দেশের লোক ঘরের জিনিষ ভাবিয়া তাহার জন্য কতটা গর্ব্ব ও দরদ অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা সেই স্বদেশী যুগের প্রচারিত সংবাদপত্র-সমূহের অসংখ্য প্রশংসা ও অজস্র উচ্ছ্বাস-বাণী পাঠ করিলে বুঝা যায়। বাহুল্য ভয়ে প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের মাত্র কয়েকটি মতাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

স্বদেশী যুগের 'মন্ত্রগুরু' 'বেঙ্গলী'-সম্পাদক ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে প্রোফেসার বোসের সার্কাস সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—

" * * Apart from the preferential claim on the people of India to which the Professor and his troupe are naturally inclined, the party is justifying its title more strongly in succeeding years to special patronage and support at the hands of the Indian public by dint of sheer comparative merit in fair field. When however the fact that the Professor is our own, a Bengalee of all Bengalees who is vindicating Bengal's cause before the eyes of the world in the field of athletics, equestrianism, animal training and acrobatic performances, is taken into consideration, we do not know if any Indian with a true fire of patriotism glowing in his bosom ought to fail to lend his support to Professor Bose."

The Amrita Bazar Patrika, 2-12-07.—

"* * Superfluous to add that among items advertised are many which excel anything seen in the West and as such are a credit to Asia and particularly to Bengal. * * "

The Bandemataram, 8-1-08.—

"* * The Circus has been doing splendid service in its own way to the Country."

The Hindu Patriot, 28-12-08.—

" * * The Circus is indeed the pride of the Bengalees. "

The Bengalee, 10-2-09.—

"Bose's Circus presents extraordinary interesting object lesson and the performances are the index of the capabilities of the modern Bengalee. The performances at the Bose's Circus testify to the pluck, nerve and power of adaptation developed by the modern Bengalee. * * "

The A. B. Patrika, 1-3-09—

"Bengalees are said to be worthless people who can only talk, with no manliness or power of organisation and only a race of imitators. Bose's Circus gives lie to this statement.

We all know that the Simultaneous Civil Service Examination in England and in India was not held on the ground that the Bengalee might capture the majority of appointments in the Civil Service. This is high complement to the intellectual powers of the people of Bengal. But Mr. Bose has proved that even Bengali girls can do feats of daring that would reflect credit on the best European and American artistes. * * When we first saw Chirany's Circus, we could not imagine that Bengalees would ever emulate the performances of this troupe. But Bose's Circus has dispelled this illusion. We are unable to say which of the performances of this troupe we admire the most—they are all equally 'Wonder of the Age.' * * We not only congratulate Mr. Bose but are proud of him and his troupe. They have raised the Bengali nation in the estimation of the public. * * "

The Hindu Patriot, 1-3-09.—

" * * It makes a Bengalee proud to think that such daring feats are performed by his own class on whom wanton insult has been poured as being weak and lily-livered. The fact that Bengalee young men, women and children do such daring acts gives the lie direct to such malicious accusations. * * "

খেলা ও খেলাড়িগণ

এই অধ্যায়ে 'বোসের সার্কাসের' কয়েকটি খেলার ও প্রোফেসার প্রিয়নাথ বসুর হাতেগড়া কয়েক জন প্রধান প্রধান ছাত্র, ছাত্রীর ও অপরাপর কয়েক জন বিশিষ্ট খেলাড়ির কথা বলিব। এই খেলাড়িগণের সাহস ও ক্রীড়ানৈপুণ্য 'বোসের সার্কাসের' সম্মান ও সমাদরের অন্যতম প্রধান কারণ। প্রোফেসার বসুর বিজয় অভিযানের ইঁহারাই ছিলেন অগ্রণী সৈন্য; সুতরাং ইঁহাদিগকে ভুলিলে চলিবে কেন? অন্যান্য সভ্য জাতীয়গণ যেমন সকল বিষয়ের ইতিহাস রাখিয়া যান, আমরা সেরূপ করি না বলিয়া আমাদের ভবিষ্যদ্বংশধরগণকে আমরা অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ে বঞ্চিত করিয়া যাই। এ ক্ষেত্রেও আর কিছু দিন পরে বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বলকারী এই সব সন্তানের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবে; অতএব বাঙ্গালীর সার্কাসের ইতিহাসের পত্রে তাঁহাদের নাম ও পরিচয় অক্ষয় হউক।

অন্য কাহারও কথা বলিবার পূর্ব্বে প্রথমেই মনে হয় বঙ্গবীরাঙ্গনা সুশীলাসুন্দরীর সাহস ও তিনি যে বাঘের সহিত খেলা

দেখাইতেন, প্রোফেসার বসুর হাতে তাহার অদ্ভুত শিক্ষার কথা। তাই সর্ব্বাগ্রে সেই বাঘের খেলার কথাই লিখি :—

সুশীলাসুন্দরী—সুশীলাসুন্দরীর খেলার যথার্থ গৌরব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে এক বার বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের—এখন যাহাই হউক, ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বের—অবস্থা স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। শৃগালের ডাকে ভয় পান, এরূপ স্ত্রীলোক—শুধু স্ত্রীলোকই বা কেন, এরূপ পুরুষও—যে দেশে বিরল নহে, সেই দেশেরই এক জন স্ত্রীলোক নির্ভয়ে, অস্ত্র না লইয়া, আত্মরক্ষার জন্য এক গাছি ছড়ি পর্য্যন্ত না লইয়া, ব্যাঘ্র-পিঞ্জরে প্রবেশ পূর্ব্বক যে আশ্চর্য্য ক্রীড়াকলাপ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা যাঁহারা দর্শন না করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বুঝান দুঃসাধ্য। অধিকাংশ লোক যে পত্রকে ভারতবাসীর আশা ও আকাঙ্খার চিরবিরুদ্ধবাদী বলিয়া জানিতেন, সেই 'ইংলিশম্যান' পত্রের ইংরাজ সম্পাদক স্বয়ং 'বোসের সার্কাসের' বাঘের খেলা দেখিয়া ২৫।১১।০১ তারিখে লিখিয়াছেন ;—

"* * what impresses the observer most are the performances of Miss Susila with the two Royal Bengal Tigers. Hindu women are notoriously most timid but in the person of Susila, there is one who, with the utmost fearlessness, enters the den of the two apparently savage beasts, without either whip or any other defensive appliance,

and goes through her performance with these animals with a nerve and fearlessness really startling to witness. * * * "

ঐ বৎসরই সুশীলার বাঘের খেলা সম্বন্ধে 'Indian Mirror' পত্র ২১।১১।০১ তারিখে লিখিয়াছিলেন ;—

"* * The fearlessness with which she handled two tigers, and took liberties with them, in full view of the audience even to the extent of kissing them on their cheeks, though the brutes ungallantly did not respond—thrilled the house and challenged the admiration of all. * * "

সেই বৎসর ১৩ই জুন তারিখে মিরাটস্থ 'Daily Telegraph' লিখিয়াছিলেন,—

"* * The astonishing courage of one of the ladies, Miss Susila makes the spectators sit spell-bound when she enters with easy grace a cage of two large tigers and makes them all growling, display their open jaws, stand up, sit and lie down, while she reclines by their side using one of them for a pillow. * * "

আর একটি অভিমত এই—

"* * The performance with the tigers was A-1, the fearless way in which Miss Susila

সুশীলা সুন্দরী   'লক্ষ্মী' বাঘ

enters a cage with two tigers and makes them what she wishes was sensational; and she is deserving of praise for her intrepidities."

(Sd.) Colonel Sir Charles Leslie, Bart, C. B.,
7-8-01. *Commanding Cawnpore.*

হিংস্র বাঘের সহিত খেলায় সুশীলাসুন্দরী সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম স্ত্রী খেলাড়ি; কোনও বিদেশীয় রমণীও অদ্যাবধি ভারতবর্ষে এরূপ অসাধারণ সাহসিকতাপূর্ণ ক্রীড়া দেখান নাই। তবে কলিকাতায় একটি ইংরাজ রমণীকে ব্যাঘ্র অপেক্ষা অল্প হিংস্রজন্তু সিংহের সহিত এক বার খেলা করিতে দেখা গিয়াছিল; তাহাও যতদূর জানা আছে, নিকটে সশস্ত্র প্রহরী দাঁড় করাইয়া। এই বাঘের খেলা ব্যতীত সুশীলাসুন্দরী 'ট্রাপিজ' ও 'লেডার' প্রভৃতিতেও অতি উচ্চ অঙ্গের ব্যায়াম কৌশল দেখাইতে পারিতেন ও সেই সকল খেলায় তিনি অল্প সাহস, কৌশল ও শক্তিমত্তার পরিচয় দেন নাই। এই বীরললনার নাম বাঙ্গালীর চিরস্মরণীয় হওয়া উচিত।

'ইংলিশম্যান' পত্রের উপরে উদ্ধৃত অভিমতে লিখিত হইয়াছে 'Hindu women are notoriously most timid.' ভীরু ও দুর্ব্বল বলিয়া চিরকাল কুখ্যাত সেই বাঙ্গালী হিন্দু স্ত্রীলোকের দ্বারা বাঘের খেলা দেখান প্রোফেসার বসুই প্রথম প্রবর্ত্তন করেন, এবং উহা তাঁহার শিক্ষকতার উজ্জ্বল নিদর্শন; মাত্র এই খেলার জন্যও

তিনি দেশের ধন্যবাদভাজন; 'Moslem Chronicle' (4-1-02) লিখিয়াছিলেন ;—

"* * * who ever could think before that a saree and sleeper wearing timorous Bengali Lady whose face is seldom seen outside the limits of the Zenana can make herself bold enough to coax and play with two large man-eaters like domestic dogs? * * Thanks to the skill of Professor Bose who has shown the world that the senews of the Bengali ladies who are generally known to be so delicate are capable of performing such wonderful feats as will unnerve even the bravest of the brave. * * "

মৃণ্ময়ী—সুশীলার পরে মৃণ্ময়ীর নাম করিতে হয়। ইনি হস্তি-পৃষ্ঠে উপবিষ্ট সুন্দরবনের বাঘের সহিত খেলা দেখাইয়া দর্শকদের মনে কম বিস্ময়ের উৎপাদন করেন নাই। ৯-১২-০৬ তারিখে 'Statesman' লিখিয়াছিলেন ;—

"* * Miss Mrinmoyee introduces a sensation in which a tiger perched on a splendid tusker is the chief attraction. * * "

ঐ বৎসরের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে 'Bandemataram' পত্র লিখিয়াছিলেন ;—

"* * It was awe-inspiring even to dream that the most ferocious of all the beasts could be

so trained and that by the Bengalee girls who are proverbially dubbed cowards. * * ”

এই খেলার পূর্ব্বে গাহিবার জন্য মতিলাল বসু একটি গান রচনা করিয়াছিলেন,—

“জানে বিশ্বজন,
যুঝে আমরণ
হইলে মিলন
ব্যাঘ্র বারণে !
দেখ তাহা ভুল,
জগতে অতুল
দ্বিরদে শার্দ্দূল
বন্ধু বন্ধনে !
কাঁদায়ে কল্পনা,
গজে ব্যাঘাসনা
বঙ্গ-বীরাঙ্গনা
বরে মরণে !”

বাদল চাঁদ—এই বার ‘বোসের সার্কাসের’ মুকুটমণি বীর বাদলচাঁদের কথা বলিব ; তরুণরা না জানিলেও বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই, বোধ হয়, এই বীরের বাঘের সহিত মল্লযুদ্ধের কথা ভুলিয়া যান নাই। এই অসমসাহসী পুরুষ দুইটি

সুবৃহৎ সুন্দরবনের বাঘের খাঁচার ভিতর ঢুকিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া যে অমানুষিক লোমহর্ষণ কাণ্ড দেখাইতেন, তাহা দেখিয়া অনেক ইংরাজ বীরপুঙ্গবকেও বিচলিত হইতে হইয়াছে। ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি লিখিয়াছিলেন ;—

Peshawar
21st July, 1898.

" * * * I trust the blood-curdling Mr. Badal Chand will continue to curdle without meeting any tragic fate from the teeth and claws of the Royal Bengal Tigers."

(Sd.) Sir. A. P. Palmer, Major, K. C. B., S. C.,
Commanding Teerah Expeditionery Force.

বীর বাদলচাঁদের সম্বন্ধে আরও দুইটি অভিমত উদ্ধৃত করিতেছি :—

The Indian Daily Telegraph, (Meerut) 15-6-01—

" * * This company's closing act on several nights was the alarming one by Mr. Bir Badal who entered the den of a huge and very fierce tiger and goaded it into further ill temper by kicking it about, pulling its tail and ears and forcing its jaws open which the brute only submits to under a constant protest of angry

growls and fearful roars. When Mr. Badal comes out of the den a sense of relief is felt by the spectators.

The Tribune, (Lahore) 10-11-97 —

" * * The fight of Badal Bahadur with two Royal Bengal Tigers is a terribly realistic affair. There is no knowing when fun may instantly be changed into horror. The scars with which Badal is covered, show that he carries his life in his hands when within the cage. Men of strongest nerves held their breath as the infuriated beasts rushed on the brave fellow with open jaws working away with their enormous paws. It appeared miraculous during the progress of the fight how the man escaped with his life. * * "

"লক্ষ্মী নারায়ণ"—প্রোফেসার বসুর শিক্ষিত অন্যান্য পশুর কথা ছাড়িয়া যে ব্যাঘ্রদ্বয়ের বিষয় উপরে বর্ণিত হইল, এখানে সেই ব্যাঘ্রদ্বয়ের ও তাহাদের সহিত যে পুরুষ ও রমণী খেলা দেখাইতেন, প্রোফেসার বসুর হস্তে তাহাদের অদ্ভুত শিক্ষার বিষয় কিছু বলিব।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে রেওয়ার মহারাজা 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের' খেলা দেখিয়া এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, নির্দ্ধারিত অর্থ ও পারিতোষিক

ব্যতীত তিনি প্রোফেসার বসুকে এক জোড়া সুন্দরবনের ব্যাঘ্র-শাবক (১টি পুরুষ, অপরটি স্ত্রী) উপহার দিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে রেওয়া ষ্টেটের দেওয়ানের পত্রাংশ এই,—

"* * * That His Highness very gladly offered two tiger cubs in addition to the reward is due only to the brilliant success gained under the supervision of Professor P. N. Bose. * *"

এই ব্যাঘ্রযুগলের নাম রাখা হইয়াছিল "লক্ষ্মী" ও "নারায়ণ"। প্রোফেসার বসু নিজে এই বাঘ দুইটিকে বশ করিয়াছিলেন এবং বাঁদলচাঁদ ও সুশীলাসুন্দরীর সহিত খেলিতে শিখাইয়াছিলেন। অন্যান্য ব্যাঘ্র ব্যতীত 'শুম্ভ' 'নিশুম্ভ' নামক আরও এক জোড়া প্রকাণ্ড সুন্দরবনের ব্যাঘ্রকে প্রোফেসার বসু শিক্ষা দান করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য খেলাড়িও তৈয়ারী করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রোফেসার বসুর ধারণা ছিল যে, কোথাও তাঁহার "লক্ষ্মী" ও "নারায়ণ" অপেক্ষা ভাল শিক্ষিত ব্যাঘ্র বা তাঁহার শিক্ষিত পূর্ব্বোল্লিখিত পুরুষ ও রমণী অপেক্ষা বিক্রমশালী ব্যাঘ্র-ক্রীড়ক ছিল না। প্রোফেসার বসু এক স্থানে লিখিয়াছেন—"বিলাত-ফেরৎ সম্ভ্রান্ত লোকেদের মুখ হইতে শুনিয়া, সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া কিম্বা ছবি দেখিয়া ব্যাঘ্র শিক্ষার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য সংবাদ জানিতে পারি বটে, কিন্তু রিক্তহস্তে, সামান্য বস্ত্রে (মোটা কোট প্যাণ্ট আদৌ নহে—কেবল গেঞ্জী ও ট্রাউজার মাত্র) কোনও লোককে সতর্কতার জন্য ক্রীড়াকালে দাঁড় না করাইয়া, অর্দ্ধঘণ্টার উপর বাঘে মানুষে প্রকৃত

প্রোফেসার প্রিয়নাথ বসু

যৌবনে

মল্লযুদ্ধ এবং ব্যাঘ্রগুলিকে ভীষণ উত্তেজিত করিয়া পিঞ্জরের প্লাটফর্ম্মের উপর একেবারে লম্বমান হইয়া শয়ন ও লম্ফত্যাগ পূর্ব্বক ব্যঘ্রদ্বয় কর্ত্তৃক গ্রীবাদেশ ঘন ঘন দংশন করান ও পরস্পর ঘন ঘন চুম্বন ও আলিঙ্গন গ্রহণ, এরূপ লোমহর্ষণ শোণিতশোষক ব্যাপার আর কেহ কোথাও দেখাইয়াছেন কি না বলিতে পারি না।”

সারা ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নরপতি, বিশিষ্ট ব্যক্তি, ইংরাজ বীরপুরুষগণ এবং সংবাদপত্রসমূহ একবাক্যে বলিয়াছেন যে এরূপ রোমাঞ্চকর ব্যাঘ্রক্রীড়া ও আশ্চর্য্য শিক্ষা তাঁহারা আর কোথাও দেখেন নাই। সত্যই ইহা অভূতপূর্ব্ব!

“ * * I have not seen or heard of the feat of this man being surpassed. * * ”

(Sd.) Illegible C. I. E.
12-4-1900 *Member, Mysore State Council.*

“ * * the trained tigers were the best I have ever seen ”

(Sd.) L. Porter I. C. S.
7-10-01 *Commissioner, Benares Dvn.*

"* * The feats were really surprising and such as are rarely to be seen especially those of the tiger tamer with two of the biggest tiger and tigress that can be seen. We had before witnessed on several occasions feats of tamers (both European and natives) of wild beasts such as lions, tigers etc. but the wonderful feats performed with the greatest ease, coolness and courage by the tiger tamer of the Great Bengal Circus surpassed all that we have seen. * *"

(Sd.) Illegible

8-2-1900 *Manager, Burdwan Raj.*

বাঙ্গালীর বাঘের খেলার কথা বলিতে গিয়া আমাদের পূর্ব্ববঙ্গের স্বনামধন্য বীর শ্যামাকান্তের (পরে সোহং স্বামী) অত্যদ্ভুত বলবিক্রমের কথা মনে পড়ে। যতদূর শুনা বা জানা আছে, তাহাতে মনে হয়, অসমসাহসী বলীয়ান্ শ্যামাকান্ত কতক দৈহিক শক্তিতে কতক বা কৌশলে হিংস্র ব্যাঘ্র বশীভূত করিতে অদ্বিতীয় ছিলেন; এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি নাকি বন হইতে সদ্যধৃত ব্যাঘ্রকেও বীরবিক্রমে পরাভূত করিয়াছিলেন। * প্রোফেসার বসুর ব্যাঘ্রশিক্ষা কিন্তু অন্য প্রকারের ছিল; এখানে বাঘকে চকিতে পরাজিত করিবার বা তাহাকে বাহুবলে অথবা

* ইঁহার জীবন-কথা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

কৌশলে ঠেকাইয়া রাখিবার কোনও চেষ্টা ছিল না; এ যেন বাঘকে শিক্ষিত ও বশীভূত করিয়া তাহাকে শিক্ষকের সম্পূর্ণ আজ্ঞাবহ ক্রীড়ানৈপুণ্যশালী ছাত্র করিয়া তুলা! প্রোফেসার বসুর ব্যাঘ্রশিক্ষা মানুষের বুদ্ধির নিকট পশুবলের পরাভবের একটি জীবন্ত নিদর্শন;—

"* * It is a study in life showing the superiority of mind over brute force * *"

—*The Tribune*

এই ব্যাঘ্রশিক্ষা সম্বন্ধে আরও দুইটি অভিমত এইরূপ;—

"* * The training of the tigers is certainly very remarkable."

(Sd.) J. H. Wodehouse, Major Genl.
7-6-1900 C. B., E. M. C. I.,
Commanding Secundrabad Dist.

"* * The manner in which a single man makes a full grown tiger and tigress perform, as if they were trained dogs, shows wonderful training and power over animals. * *"

(Sd.) A. H. Turner, Colonel,
5-12-98 *Commanding at Fyzabad.*

কুমুদিনী—প্রোফেসার বসুর আর এক জন প্রতিভাময়ী ছাত্রী, উল্লিখিত সুশীলাসুন্দরীর ভগিনী ; ইনি 'লেডার' ও অন্যান্য খেলা ছাড়া অশ্ব-পৃষ্ঠে নয়নরঞ্জন খেলা দেখাইতেন। ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী অবলাজাতির এক জনের দ্বারা অশ্বারোহণ ও অশ্বপৃষ্ঠে নানারূপ অঙ্গচালনা দর্শককে কিরূপ বিমুগ্ধ করিত, অনুমান করিবার বিষয়।

এই ভগিনীদ্বয়ের ব্যায়ামক্রীড়া ও কুমুদিনীর অশ্বচালনা দেখিয়া করাচিস্থ 'Sind Gazette' (১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুন,) লিখিয়াছিলেন ;—

" * * When we see two Bengalee ladies displaying such astonishing nerve and grace in their tricks on the trapeze, the ball and the horse, we may fairly be pardoned for exclaiming with Dr. Johnson when he witnessed an extraordinary execution on the violin 'Wonderful, Madame, most wonderful.' * * "

কোয়েটার 'Beluchistan Gazette' (১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল) লিখিয়াছিলেন ;—

" * * The two young ladies, Susila and Koumudi, are expert and well-trained artistes, the one as a *trapezist*, and the other as an *equestrienne* and both as performers on Magic Ladder. * * "

বীর পবনচাঁদ — প্রোফেসার বসুর এক জন হাতেগড়া শিষ্য এই বাঙ্গালী বীরের অদ্ভুত ও বিস্ময়কর ব্যায়াম-ক্রীড়া দেখিয়া সহস্র সহস্র লোক মুগ্ধ হইয়াছেন। বিশেষতঃ তাঁহার 'ট্রাপিজের' খেলা অতুলনীয় ছিল। দেশীয় এবং ইংরাজ সমস্ত সম্ভ্রান্ত দর্শক তাঁহার খেলার যে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালীর গর্ব্বের বিষয়। রাউলপিণ্ডির সেনাদলে অফিসিয়েটিং কর্ণেল অফ দি ষ্টাফ্ এচ্, এম্, ইভান্স্ লিখিয়াছিলেন ;—

"The trapeze feats are better than I have seen anywhere."

ফয়জাবাদ ডিভিসনের কমিশনার কর্ণেল ফাণ্ডাল ক্যুরি লিখিয়াছিলেন ;—

"I have never seen anything better in England than Bir Pavan Chand on the high trapeze."

পবনচাঁদের ট্রাপিজের খেলার আরও একটি অভিমত এই :—

" * * The feats on the high Trapeze were as good as any to be seen in Europe. * * "

Ujjain — H. T. Onraet
21st April, 1896. — *Sar Sooba of Malwa.*

অন্যান্য খেলা ছাড়া ইনি অশ্বপৃষ্ঠে ভাল খেলা দেখাইতে পারিতেন। তাঁহার ঘোড়ার উপরে খেলা দেখিয়া করাচিস্থ 'Phœnix' পত্র লিখিয়াছিলেন ;—

"The skilled equestrian Bir Pavan Chand displayed a grace and ease hitherto unknown."

পান্নালাল বৰ্দ্ধন—প্রোফেসার বসুর অন্যতম হাতেগড়া শিষ্য ও প্রধান খেলাড়ি। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত প্যারিস আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে (Paris International Exhibition) পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর উদ্যোগে যখন ভারতবর্ষ হইতে বহু শিল্পী ও ব্যায়ামবীর প্রভৃতি প্রেরিত হন, তখন ইনিও এ দেশের প্রতিনিধি হিসাবে প্যারিস একজিবিসনে গিয়া হোরাইজণ্ট্যাল বারের খেলা দেখাইয়া তথাকার দর্শকদিগকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার খেলা দেখিয়া পেশাওয়ার ডিষ্ট্রীক্টের ব্রিগেডিয়ার জেনারল E. R. Elles, C. B. লিখিয়াছিলেন ;—

"The performance on the Triple Horizontal Bar was as good as I have ever seen."

এই পান্নালাল বর্দ্ধনের পরিচয় দিতে যাইয়া তাঁহার গুরু প্রোফেসার বসু নিজে লিখিয়াছেন ;—"যে ট্রিপল হোরাইজণ্ট্যাল বারের অপূর্ব্ব ক্রীড়া দেখিয়া এলিস সাহেব এত উচ্চ প্রশংসা করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, যে অত্যদ্ভুত ব্যায়াম দেখিয়া বস্তুতঃই ব্যায়াম-বিদ্যা-বিশারদ শত শত গোরা হইতে প্রধান প্রধান অফিসার পর্য্যন্ত মন্ত্র-মুগ্ধবৎ ছিলেন, সেই ট্রিপল বারের প্রধান ক্রীড়ক আপনাদের চিরপরিচিত, প্যারিস একজিবিসন প্রত্যাগত আমার প্রিয়শিষ্য পান্নালাল। * * * অন্যান্য নানাবিধ আশ্চর্য্য ও অভিনব ক্রীড়া ব্যতীত ব্যাক ফ্লাইং খাইয়া তিনটি বার ধরা এবং ডবল

পান্নালাল বর্দ্ধন

সমারস্ট খাইয়া পরিষ্কাররূপে দাঁড়ান, প্রিয় পান্নালাল যেরূপ একচেটে ও জলবৎ করিয়াছেন, এরূপ অনেক নামি ইংরাজ খেলাড়িও এ বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই।” বারের খেলা ছাড়া পান্নালাল বর্দ্ধন ‘ল্যাডার’ ও ‘ট্রাপিজেও’ ভাল খেলা দেখাইতে পারিতেন। ৩।২।৯৬ তারিখে ‘Rajputana Malwa Times’ পত্র লিখিয়াছিলেন ;—

“Mr. Bardhan is an acrobat of the first water * * and his performances on the Horizontal Bars and the Flying Trapeze would ever linger in the recollection of those who had the pleasure of witnessing the same.”

পান্নালাল খুব ভাল বাঁশী বাজাইতে পারিতেন ; শেষ জীবনে তিনি ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়েতে কাজ করিতেন ; কুক্কুর দংশনের ফলে তাঁহার মৃত্যু হয়।

গৌরগোপাল, সত্যলাল ভড়, শ্রীযুক্ত বনমালী দাস — পূর্ব্বোল্লিখিত খেলাড়িগণ ব্যতীত প্রোফেসার বসুর অন্যান্য বহু ছাত্রছাত্রীর মধ্যে এই কয় জনও ‘গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের’ আদ্যাবস্থায় সার্কাসের যশ ও সুনাম অর্জ্জনে এবং অর্থোপার্জ্জনে কম সহায়তা করেন নাই।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দে—প্রোফেসার বসুর আর একজন শিষ্য, এক জন উচ্চাঙ্গের অশ্বক্রীড়ক (Jockey)। ইনি

পূর্ব্বকথিত শ্রীযুক্ত ভূতনাথ বসুর নিকটও কিছু দিন শিক্ষা করেন। ইঁহার Bareback Riding (বিনা জিনে অশ্বারোহণ) বিশেষ দ্রষ্টব্য ছিল। ইনি অসমসাহসিকতার ও ক্ষিপ্রতার সহিত বেগবান অশ্বের উপর যে সকল খেলা দেখাইয়াছেন, বিশেষতঃ চক্ষুবদ্ধ অবস্থায় এক লাফে দ্রুতগতি অশ্বের উপর উঠিয়া, রাস না ধরিয়া, যেরূপ ঋজুদেহে ও স্থির ভাবে দাঁড়াইতে পারিতেন, সেরূপ কোন ইংরাজ খেলাড়ি দেখাইতে পারেন নাই।

ফণীন্দ্রনাথ নাথ—ইনিও 'বোসের সার্কাসের' একজন ভাল "জকি" ছিলেন; ইনি প্যাড্‌সংযুক্ত দ্রুতগতি অশ্বের উপর "সমার্সল্ট" (ডিগবাজী) খাইয়া সুন্দর ভাবে দাঁড়াইতে পারিতেন এবং জুড়ি ঘোড়া (Double Horse) হাঁকাইয়া দুইটি বালককে সঙ্গে লইয়া নানারূপ বিস্ময়কর খেলা দেখাইতেন।

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ

—ফণীন্দ্রনাথের কথায় এই দুইটি বালকেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাদের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহারা দুই ভ্রাতা অশ্বপৃষ্ঠে যেরূপ সুন্দর ও স্বচ্ছন্দ খেলা দেখাইয়াছে ও সাহসের পরিচয় দিয়াছে, তাহা যেকোন দেশের খেলাড়ির তুলনায় প্রশংসাজনক, সন্দেহ নাই। ইহারা ক্রমে Juggling এবং অন্যান্য ব্যায়াম বিভাগেও পারদর্শী হইয়া উঠে। পরে ইঁহারা

অশ্বপৃষ্ঠে বীরেন্দ্রনাথ ও হীরেন্দ্রনাথ

'New Bengal Circus' নাম দিয়া সার্কাস করিয়াছিলেন; তাহা স্থায়ী হয় নাই।

'বোসের সার্কাসের' অশ্বারোহণ-ক্রীড়া দেখিয়া 'The Indian Mirror' (5-12-07) লিখিয়াছিলেন ;—

"The reproach made against the horsemanship of the Bengalees was completely wiped out by the daring feats of the jockeys."

'অমৃতবাজার পত্রিকা' ১।৩।০৯ তারিখে লিখিয়াছিলেন ;—

"One is simply astonished when looking at the dashing bareback Hurricane Jockey act and sensational riding."

'বোসের সার্কাসে' অপর যে সকল খেলাড়ি খেলা দেখাইতেন, তাঁহাদের মধ্যে এখানে বিখ্যাত ব্যায়ামবীর কৃষ্ণলাল বসাক, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব ঘোষ, বিখ্যাত যাদুকর শ্রীযুক্ত গণপতি চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত রমণ মুখোপাধ্যায়, 'ভীম ভবানী' প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের প্রত্যেকের যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল ;—

কৃষ্ণলাল বসাক—বিখ্যাত ব্যায়ামবীর। ইনি Triple Horizontal Bar, Top Spinning প্রভৃতি খেলা অতি সুন্দর দেখাইতে পারিতেন ; ইনি এক জন বড় দরের খেলাড়ি ছিলেন। ইনিই পরে বিখ্যাত 'হিপোড্রোম সার্কাস' প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহার জীবনকাহিনী 'হিপোড্রোম সার্কাস' অধ্যায়ে বর্ণিত হইল।

শ্রীযুক্ত বেণীমাধব ঘোষ—'বোসের সার্কাসে' Triple Horizontal Barএর এবং লাট্টুর খেলা দেখাইতেন; তদ্ভিন্ন উচ্চ হইতে নিক্ষিপ্ত ভারি ভারি লৌহ গোলক সহজে বক্ষে ধারণ করিতেন। বাঙ্গালীর শরীর-চর্চ্চা প্রচারের ইতিহাসে ইঁহার নাম উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। ইনি নিজে শুধুই যে এক জন ব্যায়ামবীর তাহা নয়, পরন্তু তিনি এ দেশের ব্যায়াম-চর্চ্চার আদ্যকাল হইতে তাঁহার আখ্ড়ায় আজ পর্য্যন্ত কত ছাত্র শিখাইয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। ইনি ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং 'গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাসের' আদ্যাবস্থা হইতে সার্কাস জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট। তিনি নিজেও মধ্যে মধ্যে সার্কাসের দল তৈয়ার করিয়া চালাইয়াছিলেন; 'Acrobat's Circus' নাম দিয়া তিনি এক সার্কাস খুলিয়াছিলেন, আর কয়েক বার 'Professor Ghose's Circus' নাম দিয়া বাঙ্গালা দেশে সার্কাস চালাইয়াছিলেন। ইনি কলিকাতার শ্যামবাজার অঞ্চলের অধিবাসী; এখন মাণিকতলায় বাস করেন। এই বৃদ্ধবয়সেও তাঁহার উৎসাহের অন্ত নাই, সেখানে তিনি 'School of Indian Acrobats' নাম দিয়া আখ্ড়া স্থাপন করিয়াছেন। এখনও তথায় অনেক ছাত্র নিয়মিত ব্যায়াম অভ্যাস করিয়া থাকে।

শ্রীযুক্ত গণপতি চক্রবর্ত্তী—'বোসের সার্কাসের' আদ্যাবস্থায় যেমন বীর বাদলচাঁদ, পবনচাঁদ, পান্নালাল

শ্রীযুক্ত বেণীমাধব ঘোষ

অথবা সুশীলাসুন্দরীর খেলা দেখিতে দর্শকগণ বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, উত্তরকালে তেমনই গণপতির ম্যাজিক দেখিবার জন্য সহস্র সহস্র লোক আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। ইনি প্রথমে 'বোসের সার্কাসে' বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকিবার জন্য নিযুক্ত হন ; কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই ইঁহার অন্তর্নিহিত প্রতিভা সহজেই প্রোফেসার প্রিয়নাথ বসুর নিকট ধরা পড়ে। প্রোফেসার বসুর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা এবং সহযোগিতায় তিনি কালে এক জন বিখ্যাত যাদুকর হন। বস্তুতই তাঁহার অলৌকিক যাদুবিদ্যায় সকলেই মোহিত হইয়া যাইতেন। Thurston, Carter প্রভৃতি বিখ্যাত য়ুরোপীয় ঐন্দ্রজালিকগণ কলিকাতায় আসিয়া আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য খেলা দেখাইয়া গিয়াছেন সত্য ; কিন্তু সে সবই রঙ্গমঞ্চের উপর, দর্শকশ্রেণী হইতে দূরে প্রদর্শিত হইত এবং যাদুকরের তিন দিক দর্শকশূন্য থাকিত—তাহাতে 'এসিষ্টাণ্ট' বা সহকারিগণের সাহায্য লাভ করা বা অন্যান্য যন্ত্রপাতির সাহায্য গ্রহণ করার সুবিধা হইত। কিন্তু গণপতি যাহা যাহা দেখাইতেন, তাহা আলোকিত ও উন্মুক্ত ক্রীড়াচক্র বা 'রিংএর' মধ্যে—চতুর্দ্দিকে নিকটে দর্শকশ্রেণী থাকিতেন। গণপতির পরেও 'বোসের সার্কাসে' এবং অন্যত্র অনেকে তাঁহার কতকগুলি খেলা দেখাইয়াছেন। কিন্তু মনে হয় যে, গণপতির খেলার অসামান্যত্ব এই যে, তিনি যাহা কিছু করিতেন, তাহা একেবারে চক্ষুর নিমিষে সাধিত হইত।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে বহরমপুর সহরে বঙ্গদেশের লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর সার এডওয়ার্ড বেকার যখন গণপতির "ভৌতিক বাক্সের" খেলা দেখিতেছিলেন, তখন প্রোফেসার বসু তাঁহাকে সাদরে আমন্ত্রণ করিয়া 'বাক্সের' অতি নিকটে আসন দান করিয়া বসিতে বলেন; তিনি তথায় বসিয়া একমনে খেলা দেখিতে দেখিতে—গণপতি অদৃশ্য হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই—যেন খেলার রহস্যোদ্ভেদে সমর্থ হইয়াছেন, এই ভাবে উত্তেজনার মাথায় হঠাৎ ছুটিয়া বাক্সটি ধরিয়া ফেলেন। বাক্সের নূতন রং তখনও শুকায় নাই—ছোট লাটের হাতে রং লাগিয়া যায়, ততক্ষণে গণপতি অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন। এই খেলা দেখিয়া তিনি ইহার কয়েকদিন পরেই লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন;—

Government House, Darjeeling
The 26th October, 1909.

"I have had the pleasure of being entertained twice recently with performances from Professor Bose's Grand Circus. The illusions exhibited by Mr. Ganapati were exceptionally good and interesting, and the whole entertainment one of considerable merit.

(Sd.) Sir. Edward Baker
Lieutenant-Governor of Bengal.

শ্রীযুক্ত রমণ মুখার্জ্জি—ইনি Horizontal Bar, Trapeze ও Juggling প্রভৃতির এক জন উচ্চাঙ্গের খেলাড়ি।

যাদুকর শ্রীযুক্ত গণপতি চক্রবর্ত্তী

ইঁহার সমকক্ষ খেলাড়ি বাঙ্গালা দেশে এমন কি য়ুরোপীয়দিগের মধ্যেও বিরল। পরে ইনি 'Mukherji's Circus' নাম দিয়া কিছুকাল সার্কাস চালান।

"ভীম ভবানী"—এই বিখ্যাত বাঙ্গালী পালওয়ানের কথা অনেকেই জানেন; তিনি অল্প বয়সেই যেরূপ শারীরিক উন্নতি সাধন ও বলসঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা বিস্ময়কর। তিনি বিখ্যাত বীর রামমূর্ত্তির নিকট হইতে বুকে পাথর ভাঙ্গা, হাতী তোলা, মোটর গাড়ীর গতিরোধ করা প্রভৃতি বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলেন ও নানা সার্কাসে ঐ সকল খেলা দেখাইয়াছিলেন। ইনিও প্রোফেসার বসুর সার্কাসে কাজ করিতেন।

শ্রীযুক্ত ভূতনাথ বসু—ইনি প্রথমে 'গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাসে' ছিলেন; পরে মিঃ আবেলের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হন ও তাঁহার সহিত নানা দেশ ঘুরিয়া প্রোফেসার বোসের 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসে' যোগদান করেন। এই সার্কাস ছাড়িবার পর তিনি বহুদিন 'হিপোড্রোম সার্কাসে' কাজ করিয়াছিলেন। ইনি ঘোড়া, বাঘ প্রভৃতি, বিশেষতঃ হাতী, শিখাইতে খুব সুদক্ষ ছিলেন। ইঁহার শিক্ষিত হস্তীর খেলা আশ্চর্য্যজনক ছিল।

মতিলাল মিত্র—ইনি 'ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ান সার্কাস' নামক সার্কাসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ইনি সুদীর্ঘ কাল 'বোসের সার্কাসে' অশ্ব ও হস্তী ব্যাঘ্র প্রভৃতির শিক্ষক ও 'রিং মাষ্টার' রূপে কার্য্য করিয়াছিলেন।

অন্যান্য খেলাড়ি—উপরোক্ত খেলাড়িগণ ব্যতীত আরও যে কত খেলাড়ি 'বোসের সার্কাসে' খেলা দেখাইয়াছেন ও 'বোসের সার্কাস' হইতে কত খেলাড়ির সৃষ্টি হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। এক কথায় এমন কৃতী বাঙ্গালী খেলাড়ি বোধ হয় কম আছেন, যাঁহারা 'বোসের সার্কাসে' খেলা না শিখিয়াছেন, অথবা 'বোসের সার্কাসে' খেলা না দেখাইয়াছেন; বলিতে কি উত্তরকাল-প্রসিদ্ধ অনেক সার্কাস-ধুরন্ধরের হাতে খড়ি হইয়াছে এই 'বোসের সার্কাসে'।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশীয় যে সকল বিশিষ্ট খেলাড়ি 'বোসের সার্কাসে' ছিলেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য—শিবাজি ট্রুপ, কুঞ্জম্বুর দল, আপ্পানায়ার, কুনিকাননের দল প্রভৃতি। সময়ে সময়ে 'বোসের সার্কাসে' বিদেশীয় খেলাড়িও কাজ করিয়াছেন; তন্মধ্যে ইংরাজ, জার্ম্মাণ, মার্কিন, রুষ, জাপানী, চীনা, ফিলিপিনো প্রভৃতি নানা দেশীয় বিখ্যাত বিখ্যাত ক্রীড়কগণ ছিলেন; যথা—প্রাচ্যে প্রতীচ্য সার্কাস-ব্যবসায়ীর অন্যতম অগ্রদূত, সার্কাস-ধুরন্ধর Samuel Owen Abel, Carengcot Family, Charley Family, Hendry Andrez Family, The Sladecks, The West Family, The Jenkins Family, প্রসিদ্ধ রুষ জকি Adolph Klimenoff, মার্কিন পশুশিক্ষক Gus Burns, বিখ্যাত জার্ম্মাণ ভাঁড় (clown) Lou Roma, Ardel, Probasco, Vilasco Troupe, Arakichi প্রভৃতি।

'ভীম ভবানী' বুকের উপর হাতী তুলিতেছেন

শ্যামাকান্তর সার্কাস

প্রোফেসার বোসের 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস' স্থাপিত হইবার পরেই সার্কাস করেন—বঙ্গ-বিশ্রুত-কীর্ত্তি শ্যামাকান্ত। তাঁহার অপরিসীম সাহস ও নির্ভীকতা বাঙ্গালীর নিকট প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হইয়াছে। সন ১২৬৫ * সালে বিক্রমপুরের অন্তর্গত আড়িয়ল গ্রামে শ্যামাকান্ত জন্মগ্রহণ করেন। শ্যামাকান্তের পিতা শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপুরার জজ আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই শ্যামাকান্তের শরীর-চর্চ্চার প্রতি অনুরাগ দৃষ্ট হইত। ঢাকায় থাকিয়া স্কুলে অধ্যয়নকালে তিনি স্কুলের ব্যায়াম শালায় ব্যায়ামশিক্ষা ব্যতীত রীতিমত কুস্তী শিখিতে আরম্ভ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি এক জন ভাল কুস্তিগীর পালওয়ানরূপে পরিচিত হন এবং বহু বিখ্যাত দেশীয় ও বিদেশীয় পালওয়ানকে পরাজিত করিতে সমর্থ হন।

* মতান্তরে ২৫৫ বঙ্গাব্দ; কিন্তু, বোধ হয়, তাহা ঠিক নহে

বাঙ্গালীর সার্কাস

শ্যামাকান্তের সৈনিক বিভাগে কাজ করিবার অত্যন্ত স্পৃহা ছিল; কিন্তু বাঙ্গালীর পক্ষে তাহা সম্ভব ছিল না, তাই তিনি ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের শরীর-রক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। দুই বৎসর পরে এই কাজ ছাড়িয়া তিনি বরিশাল গবর্ণমেণ্ট স্কুলের ব্যায়ামশিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন।

শ্যামাকান্তের বরিশালে অবস্থান কালে প্রোফেসার বসুর 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস' তথায় খেলা দেখাইতে যায়। ইহার কিছু পরে শ্যামাকান্ত সার্কাসে মনোনিবেশ করেন। সুনামগঞ্জ হইতে একটি চিতা বাঘ কিনিয়া আনিয়া শ্যামাকান্ত তাহাকে শিখাইতে আরম্ভ করেন। ক্রমে তিনি বড় বড় হিংস্র ব্যাঘ্রকেও অসামান্য সাহস ও কৌশলের সহিত বশীভূত করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই অদ্ভুত সাহস ও বিক্রমের পরিচয় পাইয়া এক বার জয়দেবপুরের (ভাওয়াল) রাজা তাঁহাকে একটি সুন্দরবনের বাঘ উপহার দেন ও আর এক বার পাটনার এক নবাব তাঁহাকে একটি বাঘিনী ও দুইটি অশ্ব উপহার দেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে রংপুরে ভূমিকম্পে গৃহপতনের ফলে তাঁহার কয়েকটি পশু মারা যায়। ইহার পর তিনি আরও কিছু কাল বাঘের খেলা দেখাইয়াছিলেন।

শ্যামাকান্ত কখনও কোনও রূপ অন্যায় আচরণ সহ্য করিতে পারিতেন না, তাই তাঁহার শারীরিক বল অর্জ্জন সর্ব্বাপেক্ষা সার্থক হইয়াছিল—দুর্ব্বলকে প্রবলের কবল হইতে রক্ষাকল্পে নিজের সমস্ত
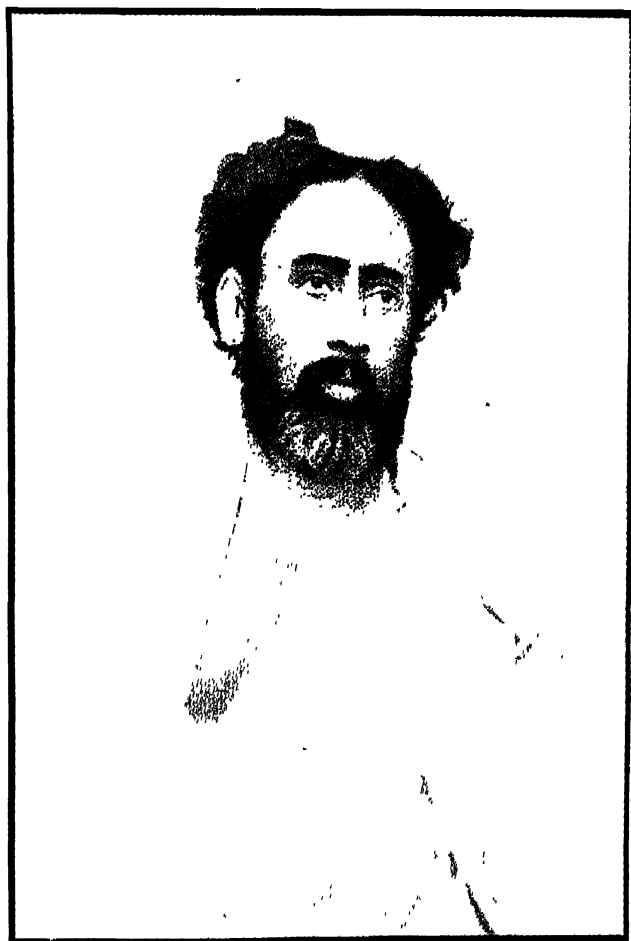
শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

(পরে 'সোহহংস্বামী')

শক্তি নিয়োজিত করিয়া। তিনি রেলে, জাহাজে, পথে, ঘাটে বহুবার অত্যাচারীর, বিশেষতঃ মাতৃজাতির, অবমাননাকারীর সমুচিত শাস্তি দিয়া ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।

শ্যামাকান্তের পিতৃবিয়োগের পর ৪২ বৎসর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করেন ও সোহং স্বামী নামে পরিচিত হন। তিনি বহু তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া শেষে হিমালয়ের সানুদেশে ভাওয়ালীতে আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। এই আশ্রমেই ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দেহান্ত ঘটে। তিনি 'সোহং গীতা', 'সোহং সংহিতা' 'সোহং তত্ত্ব' 'বিবেক গাথা', প্রভৃতি কয়েকখানি আধ্যাত্মতত্ত্ব-মূলক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

হিপোড্রোম সার্কাস।

স্বনামধন্য ব্যায়াম-কুশলী কৃষ্ণলাল বসাক মহাশয় ইহার প্রতিষ্ঠাতা। কৃষ্ণলাল কলিকাতার আহিরীটোলাস্থ প্রসিদ্ধ বসাক বংশে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যখন সাত কিম্বা আট বৎসর বয়স্ক বালক, তখন তাঁহার পাড়ায় এক বাড়ীতে অখিলচন্দ্র চন্দ্রের Gymnastic এর খেলা দেখিয়া তিনি এরূপ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি সেই দিন হইতেই জিম্ন্যাষ্টিকে পারদর্শী হইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়েন।

কৃষ্ণলাল প্রথমে প্রসিদ্ধ যদুপণ্ডিতের বঙ্গ বিদ্যালয়ে ও পরে ডফ্ সাহেবের স্কুলে বিদ্যা শিক্ষা করেন। বলা বাহুল্য বিদ্যাশিক্ষা অপেক্ষা ব্যায়াম শিক্ষাতেই তাঁহার অধিক অনুরাগ পরিলক্ষিত হইত। উক্ত বঙ্গ বিদ্যালয়ে পড়িবার সময় তিনি ঐ বিদ্যালয়ের তদানীন্তন বিখ্যাত জিমন্যাষ্টিক শিক্ষক বৈষ্ণবচরণ বসাকের নিকট ব্যায়াম শিক্ষা করেন; পরে তাঁহারই অধীনে অবিনাশচন্দ্র শীলের আখ্ড়ায় প্রত্যহ ব্যায়াম অভ্যাস করিতেন। তাহার পর

পূর্ব্বোক্ত অখিলচন্দ্র চন্দ্রের নবগঠিত আখ্ড়ায় গিয়া তিনি Parallel ও Horizontal Bar এর খেলা শিখেন। ইহার তুই বৎসর পরে আট দশ জন যুবককে লইয়া বেনেটোলায় তিনি Star Acrobatic Co. নাম দিয়া এক আখ্ড়ার পত্তন করেন। এই সময়ে এক বার শোভাবাজারের মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণের বাড়ী খেলা দেখাইয়া তিনি মহারাজের নিকট হইতে একটি রৌপ্য পদক পুরস্কার লাভ করেন।

এই আখ্ড়া হইতে তিনি রাজারবাজারের Great Indian Circusএ যোগ দেন ও তথায় খেলা দেখাইতে থাকেন। মিষ্টার আবেল যখন Great Indian Circus ছাড়িয়া চট্টগ্রাম রওনা হন, সেই সময় কৃষ্ণলালও কাহাকেও কিছু না বলিয়া আবেলের সহিত চট্টগ্রামে পলাইয়া যাইয়া Abel Klaer Olman Circus এর সহিত খেলা দেখাইতে থাকেন। এই সার্কাসের সহিত নানাদেশ পর্য্যটন করিবার পর তিনি এই দল ছাড়িয়া Harmston's Circus, Woodyer Circus, Warren Circus প্রভৃতি নানা য়ুরোপীয় সার্কাসের সহিত খেলা দেখাইয়া বেড়াইয়া ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বাড়ী ফিরেন। মাস কয়েক পরেই তিনি পূর্ব্বোল্লিখিত পান্নালাল বর্দ্ধন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ নামক আর একজন খেলাড়ির সহিত এক সঙ্গে প্যারিসের বিখ্যাত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে গিয়া Horizontal Bar এর খেলা দেখাইয়া সেখানকার দর্শকগণকে বিমোহিত করেন।

প্যারিস হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি 'বোসের সার্কাসে' খেলা দেখাইতেন। সেই একই সময়ে বৃদ্ধ আবেল তাঁহার পাঁচটি সুন্দর ও সুশিক্ষিত 'পোনি' লইয়া ও আট বৎসর বয়স্ক এক বালক জেনিকে লইয়া Bose's Circusএ খেলা দেখাইতেন। কৃষ্ণলাল ও আবেল একযোগে 'বোসের সার্কাস' ছাড়িয়া দিয়া 'বোসের সার্কাসের' ফণীন্দ্রনাথ নাথ ও শ্রীযুক্ত রমন মুখার্জ্জী এবং অন্যান্য কয়েকজন য়ুরোপীয় খেলাড়ি লইয়া Abel's Great Eastern Circus নাম দিয়া সার্কাস খুলেন। 'বোসের সার্কাসের' সহিত আবেলের চুক্তির মেয়াদ তখনও উত্তীর্ণ হয় নাই; সুতরাং 'বোসের সার্কাস' আইনের আশ্রয় লইবামাত্রই হাইকোর্টের আদেশানুসারে আবেলের সার্কাস করা বন্ধ হয় ও Abel এর নাম তুলিয়া দিতে হয়। তখন তাঁহাদের দলের নাম হয় শুধু Great Eastern Circus. জোড়াসাঁকোর 'থাকো বাবু,' সিমুলীয়াস্থ সার্কাস ব্যবসায়ী, গৌর বাবুর * অন্যতম ছাত্র নারায়ণচন্দ্র বসাক এবং প্রসিদ্ধ কাগজ বিক্রেতা অমৃতলাল পাল (A. C. Paul) কৃষ্ণলালকে অর্থ সাহায্যে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে এই সার্কাসের নাম বদলাইয়া Hippodrome Circus রাখা হইল। ক্রমে এই Hippodrome Circus উচ্চাঙ্গের এক সুবৃহৎ সার্কাসে পরিণত হইয়াছিল; এবং ইহাও ব্রহ্ম, জাভা, সুমাত্রা, মালয়

যথা স্থানে বলা হয় নাই গৌরবাবু উত্তর জীবনে একজন কৃতবিদ্য 'এটর্ণি' হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণলাল বসাক

উপদ্বীপ, ব্যাঙ্গকক্, সাংহাই, হংকং এবং জাপান পর্য্যন্ত খেলা দেখাইয়া যথেষ্ট খ্যাতি ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল। Hippodrome Circus প্রায় ১৪ বৎসর চলিবার পর বিগত মহাযুদ্ধের সময় বন্ধ হইয়া যায়।

প্রথমে কয়েকজন বাঙ্গালী খেলাড়ির সহযোগিতায় এই দল আরম্ভ হইলেও পরে ইহাতে মাত্র কয়েকজন ব্যতীত বাঙ্গালী বা দেশীয় খেলাড়ির স্থান ছিল না, বলিলেই হয়।

বাঙ্গালীর সার্কাসের যবনিকা পতন

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে প্রোফেসার প্রিয়নাথ বসু তাঁহার ভ্রাতা মতি-লাল বসুর সহিত ব্যবসা সংস্পর্শে শেষবার বিচ্ছিন্ন হইবার পর Professor Bose's Grand Circus নাম দিয়া স্বতন্ত্র দল গঠন করিয়া ভারতবর্ষের নানাস্থানে খেলা দেখাইয়া বেড়াইতে থাকেন।

মতিলাল বরাবরই রুগ্ন ছিলেন। বহুমূত্র রোগ সত্ত্বেও অস্ত্রোপচারের ফলে তিনি ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত মণিলাল বসু প্রায় এক বৎসর কাল পিতার দল চালাইবার পর William Banquire ওরফে "Appollo" নামক এক বিশিষ্ট এবং প্রসিদ্ধ খেলাড়ির সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহার হাতে দলটি ছাড়িয়া দেন। তখন সার্কাসের নাম হইল Apollo's European Circus. এপোলো কিছুকাল মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা জাভা প্রভৃতি দেশে খেলা দেখাইয়া বেড়ান। শেষে জাভায় দলটি উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইল। মণিলাল তখন দল

কলিকাতায় ফিরাইয়া আনাইলেন (১৯১২ খৃঃ) এবং অনেক খরচ করিয়া নানা জন্তু, লোকজন ও সাজসরঞ্জাম বাড়াইয়া আর একবার সার্কাস চালাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহা উপযুক্ত কাণ্ডারীর অভাবে বন্ধ হইয়া গেল; মণিলাল তখন লোকজন সব ছাড়াইয়া দিয়া প্রায় এক বৎসর কাল ঘরে বসাইয়া জন্তু জানওয়ারদের খাওয়াইতে বাধ্য হইলেন।

এই সময়ে মণিলাল তাঁহার খুল্লতাত প্রোফেসার প্রিয়নাথ বসুর সহিত পুনর্ম্মিলিত হইবার প্রস্তাব করায় প্রোফেসার বসু সহজেই তাহাতে সম্মত হয়েন। প্রফেসার বসু একক এই সম্মিলিত বৃহৎ সম্প্রদায় লইয়া পিনাং যাত্রা করেন; সে বার তথায় আশাতীত অর্থোপার্জ্জন হয়। তাহার পর প্রায় তিন বৎসর কাল তিনি এই দল লইয়া মালয় উপদ্বীপ, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশের নগরে নগরে ঘুরিয়া বেড়াইয়া প্রভুত অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সময়ে য়ুরোপে মহাযুদ্ধ বাধিয়া উঠিলে চতুর্দ্দিকে তজ্জনিত দুর্ম্মূল্যতা ও ব্যয়সংঙ্কোচের তাড়নায় অনেক সার্কাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল; সেই সময়ে কৃষ্ণলাল বসাক তাঁহার 'হিপোড্রোম সার্কাস' আর চালাইতে না পারায় তুলিয়া দিতে বাধ্য হইলেন। সেই ঘোর দুঃসময়েও প্রোফেসার বসুর কর্ত্তৃত্বাধীনে 'বোসের সার্কাস' অপ্রতিহত গৌরবে চলিতে লাগিল। কিন্তু হায়, সেও আর বেশীদিনের জন্য নহে! অল্প সময় পরেই পাঠক তাহার পরিচয় পাইবেন। যে একতার অভাবে বাঙ্গালীর যৌথ কারবার

অনেক সময় অচল হইয়া পড়িয়াছে, এ ক্ষেত্রেও সেই মতানৈক্য এবং পারিবারিক বিরোধে ইহাও অন্তিম দশায় উপনীত হইল। সব বিষয়ে উত্থান ও পতন আছে — 'বোসের সার্কাসেরই' বা তাহার অন্যথা হইবে কেন ?

তিন বৎসর প্রবাস ভ্রমণের পর প্রোফেসার বসু দেশে ফিরিলেন ; মণিলাল বিদেশে যাইতে সম্মত হইলেন না, পরন্তু খুল্লতাতের অভিজ্ঞতা-মূলক উপদেশ ও সাবধান-বাণী লঙ্ঘন করিলেন। নানাদিকে এরূপ জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হইল যে, তাহা হইতে মুক্ত হওয়া দূরের কথা, উহাই ব্যবসায়টিকে দ্রুত ধ্বংসের পথে লইয়া গেল ; এবং সঙ্গে সঙ্গে নানাচক্রে প্রোফেসার বসুকে একেবারে নিঃসম্বল অবস্থায় দাঁড় করাইয়া দিল।

অগত্যা বৃদ্ধ বয়সে প্রিয়নাথ তাঁহার এক বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত মুসলমান বন্ধুর পুত্র কাজি কাদের দাদ সাহেবের সহিত একত্রে নূতন করিয়া 'প্রোফেসার বোসের গ্র্যাণ্ড সার্কাস' গঠন করিয়া সিঙ্গাপুর যাত্রা করিলেন। অল্পদিনের মধ্যে আশানুরূপ অর্থোপার্জ্জন আরম্ভ হইল। সহসা প্রোফেসার বসু 'হ্যাবা' রোগে পীড়িত হইলেন ; কাজি কাদের দাদ তাঁহাকে কলিকাতায় আনিবার অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কর্ত্তব্যে অবিচল প্রিয়নাথ সার্কাসের গুরু দায়িত্ব ছাড়িয়া কিছুতেই বাড়ী ফিরিতে সম্মত হইলেন না। সার্কাস যখন মালয় উপদ্বীপস্থ ক্লাং, মোয়ার প্রভৃতি স্থানে খেলা দেখাইতেছিল, চিকিৎসার সুবিধার জন্য তিনি তখন সিঙ্গাপুরে

আসিয়া মিষ্টার গ্যালওয়ে প্রভৃতি স্থানীয় প্রধান প্রধান চিকিৎসক-দিগের চিকিৎসাধীন রহিলেন। কিন্তু চিকিৎসায় কোন ফলোদয় হইল না। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ২১শে মে তারিখে প্রায় ৫৫ বৎসর বয়সে দূর প্রবাসে নিষ্ঠুর কাল তাঁহাকে কাড়িয়া লইয়া গেল; স্ত্রী পুত্র পরিজন হইতে দূরে—বহুদূরে সিঙ্গাপুরে সমুদ্র পারে বঙ্গ জননীর প্রিয় সন্তানের চিতাধূম আকাশে মিশাইয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর সার্কাসের যবনিকা পতন হইল।

প্রিয়নাথের মৃত্যুর পর পূর্ব্বোল্লিখিত কাজি কাদের দাদ সার্কাসটি চালাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন। 'হিপোড্রোম সার্কাস' উঠিয়া যাইবার পর হইতে কৃষ্ণলাল বসাক কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বসিয়াছিলেন; কাদের দাদ তাঁহাকে ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়া অনেক অর্থব্যয় করিয়া দল বজায় রাখিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু পারিলেন না।

এইস্থানে প্রোফেসার বসুর ব্যক্তিগত চরিত্রের সহিত তাঁহার সার্কাস জীবনের সম্বন্ধের কথা একটু বলিব। প্রিয়নাথ অতিশয় প্রিয়ভাষী, বিনয়ী, বন্ধুবৎসল, পরিহাসপটু এবং সহৃদয় লোক ছিলেন। এই সকল কারণে তিনি যখন যেখানে গিয়াছেন, সেই স্থানেই তাঁহাকে ঘিরিয়া তাঁহার এক এক বান্ধব সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। দুঃখে ও দুর্দ্দিনে তিনি তরুর ন্যায় সহিষ্ণু এবং মেরুর ন্যায় অটল হইয়া থাকিতে পারিতেন। তিনি যে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে কত নূতন

নূতন দেশে, কত নূতন নূতন লোকের সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছে; নূতন পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন ও আবহাওয়ার মধ্যে তাঁহাকে কত অভাবনীয় বিপদজালে জড়িত হইয়া পড়িতে হইয়াছে; কত আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক উপদ্রব সংহার-মূর্ত্তিতে সম্মুখে রুদ্র নৃত্য করিয়াছে—কিন্তু নিজের চরিত্রের মাধুর্য্য, উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহস এবং ঐ সকল বন্ধুর স্নেহ ও প্রীতি তাঁহার ঝঞ্ঝা ও বিপদ সঙ্কুল জীবনপথে দুর্ভেদ্য বর্ম্ম স্বরূপ তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে।

প্রোফেসার বসু সার্কাসকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন এবং এই সার্কাসের জন্যই তিনি প্রাণপাত করিয়া যান। তিনি তাঁহার সার্কাসের খেলাড়ি ও সহকারী কর্ম্মচারিবৃন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য ভৃত্য ও জীবজন্তু পর্য্যন্ত সকলকেই স্বীয় পরিবারভুক্ত জ্ঞানে আদর ও যত্ন করিতেন। শুধু নিজের দলের খেলাড়ি বলিয়া নহে, পরন্তু সমস্ত খেলাড়ি সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার এমন একটা গভীর প্রীতি ও মমত্ব বোধ ছিল যে, যে কোন দেশীয় যে কোন খেলাড়ি স্বতঃই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। এই কারণে প্রিয়নাথ বসুর জীবন যেন ওতঃপ্রোত ভাবে সার্কাসের সহিত জড়িত ছিল; আত্মার সহিত দেহের যে সম্বন্ধ তাঁহার সহিত সার্কাসের সেই সম্বন্ধ ছিল। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে যে বৎসর প্রিয়নাথ বসু সার্কাস প্রতিষ্ঠা করেন, সেই বৎসর হইতে যে বৎসর তাঁহার দেহান্ত হয়, অর্থাৎ ১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কত সার্কাসের আবির্ভাব ও তিরোধান ঘটে কিন্তু এই দীর্ঘ

প্রোফেসার প্রিয়নাথ বসু

বৃদ্ধবয়সে

বাঙ্গালীর সার্কাস

তেত্রিশ বৎসরকাল—যতদিন না প্রোফেসার বসুর শেষ নিঃশ্বাস বায়ু বাতাসে মিশাইয়াছিল, 'বোসের সার্কাস' তাহার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া দেশে দেশান্তরে বাঙ্গালীর বাহুবল ও বাঙ্গালীর কৃতিত্ব ঘোষণা করিয়া ফিরিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে সেই সার্কাসের অবসান ঘটে—বাঙ্গালীর কর্ম্মপ্রচেষ্টা ও কৃতিত্ব পরিচয়ের একটা দিক বন্ধ হইয়া যায়।

বাঙ্গালীর গৌরব

বাঙ্গালীর সার্কাস বলিতে প্রোফেসার বোসের সার্কাসই প্রথম প্রধান সার্কাস এবং এখনও পর্য্যন্ত উহাই শেষ। 'বোসের সার্কাসের' সময়ে বা তাহার পরবর্ত্তী কালে যে বাঙ্গালীরা কেহ সার্কাসের দল গঠন করেন নাই, তাহা নহে; অনেকে অনেকবার অনেক দল গঠন করিয়াছেন কিন্তু সে সকলের কোনটিই হয় স্থায়ী হয় নাই, নহেত উল্লেখযোগ্য নহে অথবা অচল হইয়া শেষ পর্য্যন্ত 'বোসের সার্কাসেরই' অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে।

'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস' ও 'গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস' কিরূপে একীভূত হইয়া যায়, সে বিষয় পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। তাহার পর মতিলাল মিত্র, রাখালচন্দ্র দাঁ, গিরিশচন্দ্র শ্রীমানী এবং বিহারীলাল মিত্র এই কয়জন মিলিয়া 'United Indian Circus' নাম দিয়া এক সার্কাস করিয়াছিলেন। প্রিয়নাথের সিমলার আখ্ড়ার ঠিক পশ্চাতেই ইহাদের আখ্ড়া ছিল। ঐ সার্কাস অচল হইলে বিহারীলাল মিত্র 'Great Bengal

Circus'এর ম্যানেজার নিযুক্ত হন; এবং ঐ সার্কাসের মতিলাল মিত্র মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বোসের সার্কাসের অশ্ব এবং হিংস্র জন্তু প্রভৃতির শিক্ষকরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। রাখালচন্দ্র দাঁ আগাসীর সার্কাস নামক মারহাট্টি সার্কাসে কর্ম্ম গ্রহন করিয়াছিলেন। প্রবোধচন্দ্র সী নামক এক ভদ্রলোক 'সীসনস্ সার্কাস' নাম দিয়া কিছু দিন একটি সার্কাস চালাইয়া ছিলেন। কিছুকাল পরে প্রোফেসার বসু তাহা কিনিয়া লইয়াছিলেন। উড়িষ্যার অলের রাজা 'অলরাজ সার্কাস' নাম দিয়া অনেক অর্থব্যয় করিয়া এক সার্কাস খুলেন; কৃষ্ণলাল বসাক ঐ দলের ম্যানেজার নিযুক্ত হন; কিছুদিন পরে সে দলও উঠিয়া যায়। একবার মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর উদ্যোগে 'Marhatta Circus' নামক সার্কাসটি সংস্কৃত করিয়া খুব ধুমধামের সহিত একটি বড় সার্কাসের দল করা হইয়াছিল। তাহাও একপ্রকার সুতিকাগারেই বিনষ্ট হয়। কলিকাতার সিমুলীয়া পল্লীর নারায়ণচন্দ্র বসাক এক সার্কাস মাঝে মাঝে চালাইতেন; তাহাও স্থায়ী হয় নাই। 'বসুমতীর' ৺উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও একবার সার্কাস করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া আরও অনেক ছোট ছোট দল উঠিয়াছিল ও পড়িয়াছিল। আর একটি উল্লেখযোগ্য সার্কাসের নাম 'রিং লিং সার্কাস', ইহাও কিছু দিন যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

এক 'বোসের সার্কাস' ব্যতীত যদি বড় কোন বাঙ্গালীর সার্কাসের নাম করিতে হয়, তবে তাহা কৃষ্ণলাল বসাক মহাশয়ের

বাঙ্গালীর সার্কাস

'Hippodrome Circus'—ইহা প্রায় চৌদ্দ বৎসর চলিয়াছিল। এই বিশাল সম্প্রদায়ের অধিনায়ক ছিলেন একজন বাঙ্গালী—ইহাই কৃষ্ণলাল বসাকের এবং আমাদের গৌরবের বিষয়। তবে ইহার আগাগোড়া অধিকাংশ খেলাড়ি বিদেশীয়; এমন কি আমরা কলিকাতা ময়দানে 'Hippodrome Circus' এর যে সিংহের খেলা দেখিতাম, তাহাও জার্ম্মাণীর বিখ্যাত Hackenbek's Show হইতে ভাড়া করা। ইহার ব্যায়াম ক্রীড়া, অশ্বচালনা, পশুশিক্ষা প্রভৃতি অধিকাংশই বাঙ্গালীর নিজের নহে; ফলতঃ বাঙ্গালী স্বত্বাধিকারীর দল, এবং এই সার্কাসের ভূতনাথ বাবুর শিক্ষিত জন্তুর খেলা ব্যতীত বাঙ্গালীর নিজের বলিয়া দাবী করিবার জিনিষ তাহাতে অধিক ছিল না।

'বোসের সার্কাসের' বৈশিষ্ট্য এই যে, উত্তর কালে মধ্যে মধ্যে কতিপয় বিদেশীয় খেলাড়িকে আশ্রয় দান করিলেও, ইহা বাঙ্গালীর নিজের ঘরের জিনিষ। বাঙ্গালীর পরিচালনা, বাঙ্গালী ক্রীড়ক, বাঙ্গালী অশ্বারোহী, বাঙ্গালীর পশুশিক্ষা, এমন কি বাঙ্গালী রমণী কর্ত্তৃক অশ্বারোহন, ট্রাপিজের খেলা, বাঘের খেলা প্রভৃতি ইহার বিশিষ্টতা ঘোষণা করে। কেবল এই কারণেও বোসের সার্কাস বিদেশীর বিস্ময় এবং স্বদেশীর গর্ব্ব ও আদরের বস্তু!

"To Bengalees a visit is a source of pleasure and to those of other nationalities of unstinted admiration"—*Indian Mirror (12-12-08.)*
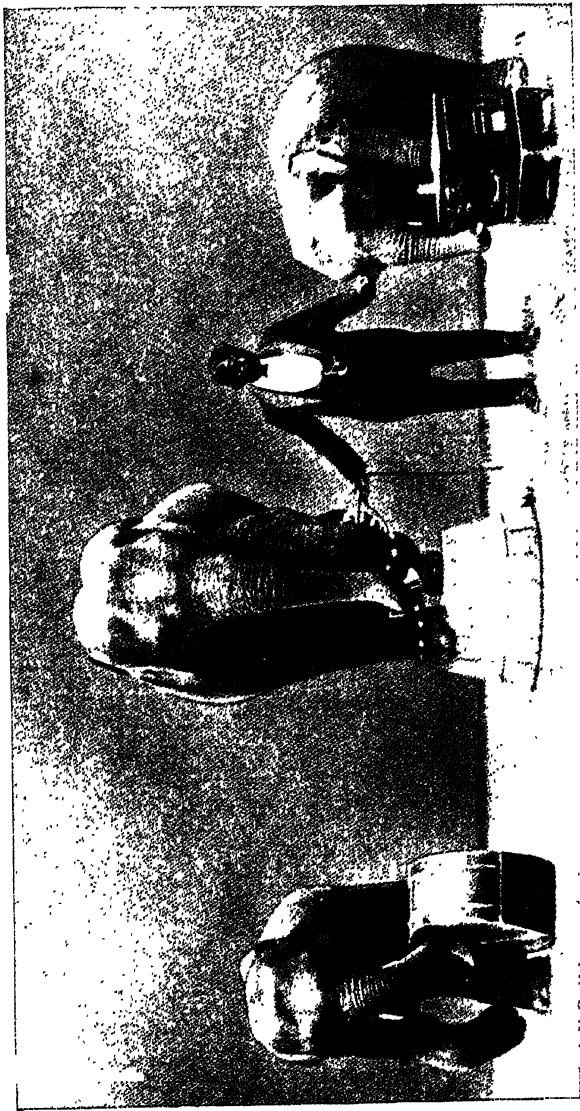
শ্রীযুক্ত ভূতনাথ বসু ও তাঁহার শিক্ষিত তিনটি হাতী
মাঝেরটি নাচিতেছে ও অপর দুইটি 'ড্রাম' ও 'অর্গ্যান' বাজাইতেছে

মহীশূর ষ্টেটের রেসিডেণ্ট মিষ্টার ডি, রবার্টসন লিখিয়াছিলেন,—

"The performance is all the more remarkable seeing that it is conducted entirely by native agency without European assistance of any sort. I congratulate Professor Bose on his novel venture and wish him every success."

'অমৃতবাজার পত্রিকা' লিখিয়াছিলেন—

"An indigenous enterprise from start to finish - which should be supported by every patriotic Bengali."

'বেঙ্গলী' লিখিয়াছিলেন—

"It is a well trained and skilful band composed purely of swadeshi performers whose performances can hold their own against those of the first class companies of Europe."

'অমৃতবাজার পত্রিকা' (৮-১২-০৬) আর একবার লিখেন—

"an indigenous enterprise fully the peer of foreign shows."

শুধু বাঙ্গালীর সার্কাস বলিয়াই নহে, কি ব্যায়াম কৌশল, কি অশ্বচালনা, কি হিংস্র জন্তুদের শিক্ষা, কি সাজ সরঞ্জাম, কি প্রণালীবদ্ধ নিয়মশৃঙ্খলা—প্রত্যেক বিষয়ে এই বাঙ্গালীর সার্কাস বড় বড় য়ুরোপীয় কোম্পানীর কেবল সমকক্ষ ছিল না,—পরন্তু

অনেক বিষয়ে বিদেশীয়দিগকে লজ্জা দিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়নাথের বাঙ্গালীর ভীরুতার অপবাদ যে মিথ্যা তাহা প্রমাণের সাধনায় তাঁহাকে সিদ্ধি দান করিয়াছিল। দেশ বিদেশের গণ্য-মান্য লোক ও বড় বড় ইংরাজ বীরকে পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর শৌর্য্য-বীর্য্যে চকিত, স্তম্ভিত করিয়া তুলিয়াছিল। সীমান্তে টীরা ক্ষেত্রে দুর্দ্ধর্ষ পাঠান দমন করিয়া যিনি প্রসিদ্ধ, ভারতবর্ষের সেই প্রধান সেনাপতি মেজর জেনারল সার এ, পি, পামার প্রোফেসার বসুর সার্কাস দেখিয়া লিখিয়াছিলেন—

"I had no idea that the vaulting ambition of young Bengal aspired so high." অর্থাৎ নব্য বাঙ্গালার সম্প্রসারিণী আকাঙ্ক্ষার লক্ষ্য যে এত উর্দ্ধে ছিল, তাহা আমার ধারণাই ছিল না।

দেশীয় জমিদার ও রাজা মহারাজা ব্যতীত গভর্ণর, লেফটন্যাণ্ট গভর্ণর ও বীরাগ্রগণ্য মহাযোদ্ধা ইংরাজরথীরা এবং দেশীয় লোক ও ইংরাজ পরিচালিত সংবাদপত্রসমূহ প্রোফেসার বসুর সার্কাসের কৃতিত্ব ও পরিচালনা সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুনিলে বা জানিলে এমন কে বাঙ্গালী আছেন যাঁহার বক্ষ বাঙ্গালীর গুণগরিমায় স্ফীত হইয়া না উঠে? দুঃখের বিষয়, সকল-গুলি দূরের কথা, তাহার অর্দ্ধাংশের কমও এখানে প্রকাশিত করা সম্ভব নহে; তবে যথাযোগ্য স্থানে যাহা যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, আশা করি পাঠকগণ তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন।

বাঙ্গালীর সার্কাস

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নানা দেশ পরিভ্রমণপূর্ব্বক ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে যখন লাহোরে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন প্রোফেসার বোসের 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস' লাহোরে খেলা দেখাইতেছিল। তথায় একদিন 'ট্রিবিউনের' তৎকালীন সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের বাড়ীতে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার পুরাতন বন্ধু মতিলাল বসুর সাক্ষাৎ হয়। মতিলাল বহুকাল পরে গৌরবোন্নত-শির তাঁহার বাল্যসঙ্গীকে দেখিতে পাইয়া বলেন—"ভাই, তোমায় এখন কি ব'লে ডাকব?' স্বামীজী স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন—'হাঁ রে মতি! তুই কি পাগল হয়েছিস্ নাকি? আমি কি হ'য়েছি? আমিও সেই নরেন, তুইও সেই মতি।" * উভয়ের সেই মিলন ও কথোপকথন কালে মতিলালের সৌজন্যজনিত স্বাভাবিক দ্বিধাসঙ্কোচ উপস্থিত ব্যক্তিগণের কাহারও কাহারও নিকট হয়ত তাঁহার অত্যধিক দীনতা জ্ঞানের পরিচায়ক হইতে পারে, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন ;—

"Moti was doing greater work than perhaps any Bengali worker in setting an example in organisation and proving Bengali nerve and pluck which was more effective than articles and lectures." †

---

* ভারতে বিবেকানন্দ (উদ্বোধন কার্য্যালয়)।

† The Amrita Bazar Patrika—17-1-10

বাঙ্গালীর সার্কাস

আজকাল বাঙ্গালীরা লেখাপড়া ছাড়া শিল্পবিজ্ঞানেও পারদর্শী হইয়াছেন; নানা বিষয়ে গঠনশক্তির এবং ব্যবসা-বুদ্ধির পরিচয় দিতেছেন; ব্যায়াম অথবা সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় জয়ী হইতেছেন এবং অনেকে অন্যবিধ দুঃসাহসিক কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া সাধারণের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতেছেন সত্য, কিন্তু চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এই বাঙ্গালী হীন, দুর্ব্বল এবং ভীরু বলিয়া এত অখ্যাত ছিল যে আমাদের প্রভুজাতির লোকরা ত পরের কথা, ভারতবর্ষেরই অন্যান্য প্রদেশের লোকরাও বাঙ্গালীকে সাহস ও বীর্য্যে অকর্ম্মণ্য জ্ঞান করিতেন।

করাচিস্থ 'Sind Gazette' (29-6-94) লিখিয়াছিলেন,—

"That of all the nationalities in India, it should be the *Bengalees* to treat us to a series of most wonderful athletic, equestrian, acrobatic and equilibrium feats, is, in itself, a pleasant surprise indeed."

মহারাজা সিন্ধিয়ার লস্কর কলেজের অধ্যক্ষ এবং গোয়ালিয়র রাজ্যের অস্থায়ী ইন্‌স্পেক্টর অব্‌ স্কুলস্‌ প্রাণনাথ পণ্ডিত মহাশয় ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রোফেসার বোসের সার্কাস দেখিয়া—"পশ্চিমারা যা পারে না, তা বাঙ্গালীরা মেয়ে মরদে কেমন করিয়া পারিল?" —কতকটা এই ভাবে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিলেন;—

"It was a delightful surprise to see a troupe consisting altogether of the *natives of Bengal*, males

and females distinguishing themselves so successfully in a sphere of life for which many *up-country people hitherto considered them to be least fitted.*"

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদ সহরে কাশীনরেশ বাহাদুর প্রোফেসার বোসের সার্কাসের খেলা দেখিয়া যাইয়া তাঁহার সেক্রেটারীর মারফত লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন,—

"Which shows what the natives of this country *even the Bengalees* can do. Great credit is due to the Professor and he wishes him every success in his undertaking."

মহারাজের শুভেচ্ছা ছাড়া, ইহার ভাবার্থ এই—"অন্য পরে কা কথা, বাঙ্গালীদের দ্বারাও এরূপ সম্ভব!"—কিমাশ্চর্য্যম্ অতঃপরম্!

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশীয় বিশিষ্ট ব্যক্তির ও সংবাদপত্রের উল্লিখিত মত সমূহ হইতে তৎকালে অপর প্রদেশীয়ের বাঙ্গালীর প্রতি মনোভাব কতকটা বুঝা যায়। বাঙ্গালী যখন ঘরে বাহিরে এইরূপ অযোগ্য বলিয়া পরিগণিত, বাঙ্গালার সেই অন্ধযুগে প্রিয়নাথ বসু ও মতিলাল বসু তাঁহাদের সার্কাস-জীবনের মধ্য দিয়া দেশে ও বিদেশে বাঙ্গালীর দুর্নাম যে মিথ্যা তাহা প্রমাণিত করিয়া স্বদেশ ও স্বজাতির মস্তকে গৌরব ও মহিমার মুকুট পরাইয়া দিয়াছিলেন। প্রোফেসার প্রিয়নাথ বসুর মৃত্যুতে 'বেঙ্গলী' পত্রে যথার্থই লিখিত হইয়াছিল,—

"(Professor Bose) was in fact the pioneer in the field. His valour and power of organisation

and the great athletic feats performed by his party soon raised his Circus to the pinnacle of fame and he travelled in distant lands where the feats of prowess exhibited by his party established the reputation for valour of the Bengali race and helped to enhance their national self-respect."

অর্থনীতিক দিক দিয়া দেখিতে গেলেও এই বাঙ্গালীর সার্কাস দেশের অনেক কাজ করিয়াছে; 'বোসের সার্কাস' দেশের অর্থ সমুদ্রপারে পাঠাইতে দেয় নাই, পরন্তু বিদেশে অর্থোপার্জ্জন করিয়া দেশের লোকের মধ্যে তাহা বণ্টন করিয়া দেশের বেকার-সমস্যার যৎকিঞ্চিৎ সমাধান করিয়াছে; দেশের লোকের পক্ষে নূতন উপার্জ্জনপথ রচনা করিয়াছে। তদ্ভিন্ন সার্কাস যখন ভারতবর্ষের মধ্যে থাকিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়াছে তখন ইহা প্রত্যেক প্রদেশের ক্ষুদ্র বৃহৎ কত সরকারী ও বেসরকারী সাধারণ ও জনহিতকর অনুষ্ঠানে অর্থসাহায্য করিয়াছে—এই বিশাল ভারতবর্ষের কত বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, মঠ, মন্দির, ধর্ম্মশালা, চিকিৎসালয়, বিদ্যাপীঠ, আশ্রম, সভাসমিতি এবং দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রভৃতির তহবিল ও স্মৃতিভাণ্ডার 'বোসের সার্কাসের' সাহায্যে পরিপুষ্ট হইয়াছে কে তাহার সংখ্যা নিরূপণ করিবে?

বাঙ্গালী আমরা বাঙ্গালীর মর্য্যাদা বুঝি না। যাঁহারা দেশের সম্মান বাড়াইয়াছেন, এরূপ অনেক দেশ-সেবকের স্মৃতির সম্মান আমরা করি না, বিত্তশালীর স্তবগান করি, প্রভাবশালীর

নিকট প্রণত হই, অথচ অনেক যোগ্য লোককে ভুলিয়া যাই। কাল যাঁহার প্রশংসায় দেশ মুখর হইয়া উঠিয়াছে, আজ তাঁহার তিরোধানে সব নিস্তব্ধ, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে; নবগোপাল মিত্রের নাম আমরা জানি না, প্রিয়নাথ বসুর পরিচয়ও ভুলিয়া যাইতেছি!

সে যাহা হউক সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা এবং নাট্যশালা প্রভৃতির ন্যায় ব্যায়াম ক্রীড়া ও পৌরুষ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের জন্য নির্দোষ আমোদ বিতরণের ব্যবস্থাও জাতিয় সংস্কৃতির এক অপরিহার্য্য অঙ্গ—এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রোফেসার প্রিয়নাথ বসু — দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ নবীন বাঙ্গালার অরুণচ্ছটার ন্যায় স্বীয় বিশিষ্ট কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রদূতরূপে জাতীয় জাগরণের উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন।

সমাপ্ত